NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ 'কাঙাল হরিনাথ: গ্রামীণ নবজাগরণের অগ্রদূত'

টানা বৃষ্টিতে অসমের ছয় জেলায় বন্যা পরিস্থিতি ৭

কলকাতা ১ জুন ২০২৫ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৪৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 1.6.2025, Vol.18, Issue No. 349 8 Pages, Price 3.00

গুলির জবাব গোলা দিয়েই দেওয়া হবে

ভোপালের সভায় পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি মোদীর

ভোপাল, ৩১ মে: মধ্যপ্রদেশের ভোপালের জনসভা থেকে আবার পাকিস্তানকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জানালেন, পাকিস্তান গুলি চালালে ভারত ছুড়বে কামানোর গোলা। পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদীরা ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির পাশাপাশি নারীশক্তিকে 'চ্যালেঞ্জ' করেছিল বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, নারীশক্তিকে 'চ্যালেঞ্জ' করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে এনেছে। সিঁদুর হয়ে উঠেছে বীরত্বের প্রতীক। পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারত। ভবিষ্যতে এমন কিছু করলে, আরও মোক্ষম জবা দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ দিন ভোপালের জনসভা থেকে দাঁড়িয়ে বলেন, 'গুলির জবাব গোলা দিয়ে দেওয়া হবে'।

রানি অহল্যাবাঈ হোলকারের ৩০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভোপালের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই পহেলগাঁও কাণ্ড এবং 'অপারেশন সিঁদুর'-এর প্রসঙ্গ তোলেন। জানান, 'অপারেশন সিঁদুর' ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সফল অভিযান।

উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার পর পাকিস্তানকে দায়ী করে একাধিক পদক্ষেপ করেছে ভারত। পাকিস্তানে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে একাধিক জঙ্গিঘাঁটি। প্রত্যাঘাতের সেই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন সিঁদুর'। এর পর টানা চার দিন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষ চলে। গত ১০ মে দুই দেশ সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয়েছে। সংঘর্ষ পরবর্তী সময়ে দেশের নানা প্রান্তের জনসভায় 'সিঁদুর' অভিযানের প্রসঙ্গ তুলেছেন প্রধানমন্ত্রী। বার বার চড়া সুরে আক্রমণ করেছেন পাকিস্তানকে। ভোপালের অনুষ্ঠানেও তার ব্যতিক্রম হল না।

মোদী বলেন, 'পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদীরা তো শুধু রক্ত ঝরায়নি, ওরা আমাদের সংস্কৃতিকে আঘাত করেছে। আমাদের সমাজকে ভাগ করে দিতে চেয়েছে। ভারতের নারীশক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছে সন্ত্রাসবাদীরা। আর সেই চ্যালেঞ্জ ওদেরই ধ্বংস ডেকে এনেছে। পাকিস্তানের কয়েকশো কিলোমিটার ভিতরে গিয়ে ঘাঁটি ধ্বংস করা হয়েছে। অপারেশন সিঁদুর ভারতের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সফল অভিযান। সিঁদুর এখন হয়ে উঠেছে বীরত্বের প্রতীক।'

পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদীদের 'স্পনসর' বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর দেখিয়ে দিয়েছে, সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করে ছায়া যুদ্ধ আর সহ্য করা হবে না। আমরা এ বার থেকে ঘরে ঢুকে মারব। সন্ত্রাসবাদীদের যারা সাহায্য করে, তাদের মূল্য দিতে হবে। তোমরা যদি গুলি চালাও, আমরাও কামানের গোলা ছুড়ব।'

'শিক্ষকদের আন্দোলনে রাজ্য পুলিশের বেআইনি অনুপ্রবেশ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষকরা শান্তিপূর্ণভাবে ট্রেনে চেপে এসেছিলেন নবান্ন যাবেন বলে, তাঁরা কেউ কোনও প্রতিবাদ বা বিক্ষোভে অংশ নেননি। তবু কলকাতা পুলিশ ঢুকে পড়ল শিয়ালদহ স্টেশনে, পরিচয়পত্র দেখতে চাইল জোর করে, যাত্রীদের মারধর করল নির্বিচারে, আর যাঁরা শুধুই যাত্রী ছিলেন, তাঁদেরও তুলে নিয়ে গেল পুলিশের গাড়িতে।

এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এক্স হ্যান্ডলে বিস্ফোরক পোস্ট করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, 'শিয়ালদহ স্টেশনে কলকাতা পুলিশ বেআইনিভাবে প্রবেশ করে নিরীহ যাত্রীদের হয়রানি করেছে। শিক্ষক সনদ বাতিল হওয়া যাত্রীদের খুঁজতে পরিচয়পত্র জোর করে পরীক্ষা করেছে, এমনকি যাত্রীদের মারধর করেছে। যাঁরা কোনও বিক্ষোভে অংশ নেননি, তাঁদেরও আটক করা হয়েছে।'

শুভেন্দু লেখেন, '২০১৬-র এসএসসি নিয়োগ কেলেঙ্কারির শিকার এই শিক্ষকরা একটি শান্তিপূর্ণ নবান্ন অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু যাত্রী সেজে যাওয়ার পরেও তাঁদের টেনে-হিঁচড়ে ভ্যানে তোলা হয়েছে, যেন তাঁরা পলাতক আসামি।' এই ঘটনাকে তিনি রেল মন্ত্রকের আওতায় থাকা এলাকায় 'রাজ্য পুলিশের বেআইনি অনুপ্রবেশ' ও 'গণতান্ত্রিক অধিকারে আঘাত' বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কটাক্ষ, 'রেলের এলাকা রাজ্য পুলিশের খেয়ালখুশির জমিদারি নয়।'

শুভেন্দু আরও বলেন, এই ঘটনা নতুন নয়। '২০২২-এ বিজেপির নবান্ন অভিযানের সময় একাধিক রেলস্টেশনে পুলিশের এই বেআইনি হস্তক্ষেপ দেখা গিয়েছিল। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে মেট্রো স্টেশনেও টেট পরীক্ষার্থী ও অন্যান্য চাকরিপ্রার্থীদের দমন করতে একই কায়দা চালিয়েছে পুলিশ।'

শিয়ালদহের ডিআরএম-এর কাছে বিষয়টি জানানো হলেও এখনও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। তাই এবার সরাসরি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে বিষয়টি দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'রেল চত্বরকে দমননীতির মঞ্চে পরিণত হতে দেওয়া যায় না। কলকাতা পুলিশ ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ যেন যাত্রীদের অধিকারে এভাবে হস্তক্ষেপ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।' রেলমন্ত্রী ও রেল মন্ত্রককে শুভেন্দু তার বার্তায় বলেন, 'রেল এলাকার পবিত্রতা ও যাত্রীদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে পুলিশ বুটের তলায় পিষে ফেলার অধিকার কারও নেই।'

রবিবার অমিত শাহের সফরসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পর, রাজ্যে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার রাতেই তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছন। এদিন কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার আগে নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতে শাহ লেখেন, 'কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করছি। আগামীকাল, সেন্ট্রাল ফরেনসিক সাইন্স ল্যাবরেটরীর নতুন ভবনের উদ্বোধন করব, যা পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে। বিকেলে কলকাতায় বিজয় সংকল্প কার্যকর্তা সম্মেলনে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করব।' আজ সারাদিন কলকাতার নানা জায়গায় রয়েছে তাঁর কর্মসূচি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সেই কর্মসূচি নিম্নরূপ

সকাল ১১টা ২০ মিনিট: সিএফএসএল কলকাতার নতুন ভবন উদ্বোধন।

দুপুর ২টো ১৫ মিনিট: নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে আগমন।

দুপুর ২টো ২০ মিনিট থেকে ৩টে ৫০ মিনিট: দলীয় সম্মেলন।

বিকেল ৪টে ৫ মিনিট: স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক ভিটে ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বৈঠক।

বিকেল ৫টা ৩৫ মিনিট: নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা।

পাক চর খুঁজতে শহরজুড়ে এনআইএ অভিযান, আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'পাক চর খুঁজতে' কলকাতার এনআইএ অভিযান! সূত্রের দাবি, কলকাতার পার্ক সার্কাস, আলিপুর, বেনিয়াপুকুর এবং খিদিরপুরে শনিবার সারাদিন ধরে চলে তল্লাশি। আর এবার পাকচর সন্দেহে কলকাতার তপসিয়া থেকে আটক এক। জানা গিয়েছে, তিনি পেশায় হোটেলের নিরাপত্তারক্ষী। নিউটাউনে এনআইএ-র অফিসে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে সূত্রে খবর। শুধু কলকাতাই নয়, দেশের প্রায় পনেরো জায়গায় তল্লাশি চালানো হয় এনআইএ-এর তরফ থেকে। এদিকে এনআইএ সূত্রে খবর, সম্প্রতি, পাক-গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে সিআরপিএফ জওয়ান মোতিরাম জাটকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তাঁকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করেন এনআইএ-এর তদন্তকারী আধিকারিকরা। সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ইতিমধ্যেই দেশের পনেরো জায়াগায় শনিবার হানা দেয় এনআইএ। আর এনআইএ-এর এই তালিকায় রয়েছে এই রাজ্যের নামও। বাংলার পাশাপাশি শনিবার সকাল থেকে দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং অসমেও হানা দেয় এনআইএ। পাক চর আর স্লিপার সেলের খোঁজ চালাতেই এই অভিযান বলে জানান তদন্তকারীরা।

এনআইএ সূত্রে খবর, ডায়মন্ডহারবার রোডের একটি ট্যুর এবং ট্রাভেলসের দোকানে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকরা। এই ঘটনায় ওই দোকানের মালিক জানান, 'সকালে দোকান খুলতেই দেখি এনআইএ-এর কুড়ি থেকে পঁচিশ জনের একটি দল আসে। আমায় আইডি কার্ড দেখিয়ে বলে আমরা তল্লাশি করব। এরপর আমার মোবাইল নিয়ে নেয়। আমার দোকানে মোবাইল ঘেঁটে দেখেন। তারপর বলেন, পাঁচ হাজার টাকার নাকি ট্রানজাকশন হয়েছে। আমরা টাকাও ট্রান্সফার করি। থার্ড পার্টি অ্যাপস দিয়ে করি। শুনছি এই টাকা নাকি পাকিস্তান গিয়েছে। গ্রাহক আমাদের টাকা ট্রানজাকশন করতে বলে। আমরা করে দিই। এরপর সোমবার আমায় এনআইএ দপ্তরে ডেকে পাঠানো হয়েছে।'

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে কিছুদিন আগে হরিয়ানার ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রাকে হিসার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়ে।

তারপর আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের টানাপোড়েনের মাঝেই গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশ থেকে তাঁদের ধরা হয়। এই আবহের মধ্যে সিআরপিএফ জওয়ান মোতিরাম জাটকে পাকড়াও করে এনআইএ। পাশাপাশি এনআইএ-এর তরফ থেকে জানানো হয়, ২০২৩ সাল থেকে ওই জওয়ান পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে জড়িত।

নোটিস পেয়েও থানায় গেলেন না অনুব্রত মণ্ডল

দ্বিতীয়বার দেওয়া হল আইনি নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন: নোটিস পেয়েও গেলেন না থানায়। শনিবার সকাল ১১টার মধ্যে বোলপুর এসডিপিও অফিসে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে নিজে না গিয়ে তিনি পাঠান তাঁর আইনজীবীদের। আইনজীবীদের দাবি, 'উনি অসুস্থ, তাই হাজির হতে পারেননি। কিছুটা সময় চাওয়া হয়েছে।'

তবে এই 'অসুস্থতা'র যুক্তি নিয়ে শুরু হয়েছে প্রশ্ন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তদন্ত এড়ানোর কৌশল হিসেবেই এই পদক্ষেপ। আর পুলিশ প্রশাসনের অন্দরেও এখন জোর আলোচনা, এরপর কী হবে?

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, হাজিরার নির্দেশ অমান্য করায় পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা চলছে জেলা পুলিশের উচ্চপর্যায়ে। তদন্তকারী অফিসাররা ইতিমধ্যেই ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাঠিয়েছেন বীরভূমের পুলিশ সুপার এবং জেলা প্রশাসনের কাছে।

আইন মাফিক, সমন জারি করেও অভিযুক্ত যদি নির্ধারিত সময়ে হাজির না হন, তাহলে দ্বিতীয় দফায় আরও কঠোর নোটিস পাঠানো হয়। তাতে সাড়া না মিললে আদালতের অনুমতি নিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির পথে এগোতে পারে পুলিশ।

পাশাপাশি, অনুব্রতের দাবি করা 'অসুস্থতা'র মেডিক্যাল ভিত্তি খতিয়ে দেখতে পুলিশ চাইলে হাসপাতাল রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারে, এমনকি মেডিক্যাল বোর্ড গঠনেরও প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে;তাঁর শারীরিক অবস্থার সত্যতা যাচাই করতে।

বোলপুর থানার এক সিনিয়র অফিসার বলেন, 'আইনের চোখে সকলেই সমান। তদন্তে সহযোগিতা না করলে বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হাজিরা এড়ালে, আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তা নেওয়া হবেই।'

অর্থাৎ, অনুব্রতের একদিন হাজির না হওয়ায় তদন্ত থেমে থাকবে না। বরং পুলিশ এখন আরও কঠোর আইনি পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেই সূত্রের খবর। প্রশ্ন উঠছে, অডিও ক্লিপে পুলিশের প্রতি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, মারধরের হুমকি, এমনকি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অশ্লীল মন্তব্যের মতো গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হলে, একজন সাধারণ মানুষ কি এত সহজে ছাড় পেতেন?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'রবিবার বেলা ১১টার সময় ওঁকে বোলপুরের এসডিপিও অফিসে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।' প্রশ্ন উঠছে এ বারও না গেলে কি পদক্ষেপ করবে পুলিশ?

কেষ্ট-কাণ্ড নিয়ে বিস্ফোরক শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'জামিনযোগ্য মামলায় অনুব্রত জামিন পায়, আর আইসি সাসপেন্ড হয়';বীরভূমে 'কেষ্ট-কাণ্ড' নিয়ে শনিবার বিকেলে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ করলেন, 'জঙ্গলরাজ চলছে, পুলিশ পক্ষপাতদুষ্ট। যারা বিল বিক্রি করেছে, যারা নারকীয় অপরাধ করেও ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের বেল খারিজ চাই।' উদয়ন গুহ, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, রানা সিংহদের নাম করে বলেন, 'শুধু নিচুতলার লোক ধরা পড়ছে, মূল চক্রীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে।' মুসলিম তৃণমূল নেতাদের নাম করে তোপ দেগে বলেন, 'সেকেন্দার, জাহাঙ্গির, শামিমরা বহাল তবিয়তে। কাশ্মীরের আজাদি চাওয়া হচ্ছে কলকাতার চারপাশে।' অনুব্রতকে নিশানা করে দাবি করেন, 'পুলিশের সামনে গ্রামে আগুন ধরাতে বলেছিলেন, বোমা মারতে বলেছিলেন। এখন উল্টো কথা বলছেন কেন?' মমতার বিরুদ্ধে নারী-অপমানের অভিযোগ তুলে বলেন, 'সিঁদুর নিয়ে তাঁর মন্তব্য নারীর মর্যাদায় আঘাত।' সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, 'প্রতিটি বেল খারিজ করিয়ে ছাড়ব। সুপ্রিম কোর্টে যাবই।'

ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরসভাগুলি কোনওরকম বাড়তি টাকা নিতে পারবে না!

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের কোন পুর এলাকায় ট্রেড লাইসেন্সের জন্য কত টাকা নেওয়া যাবে রাজ্য সরকার তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরসভাগুলি কোনওরকম বাড়তি টাকা নিতে পারবে না। ট্রেড লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ বা রিনিউওয়ালের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম বলবৎ হবে বলেও রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নোটিফায়েড এরিয়া এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ এলাকার জন্য লাইসেন্স ফি বাবদ বছরে সর্বাধিক দেড় হাজার টাকা নেওয়া যেতে পারে। কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল, বিধাননগর, চন্দননগর, শিলিগুড়ি এবং দুর্গাপুর পুরসভা এলাকায় নেওয়া যাবে আড়াই হাজার টাকা। গত সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে পঞ্চায়েত ও পুরসভার একাংশের অতিরিক্ত কর আদায়ের প্রবণতা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়ে দেন, কোনওভাবেই বাড়তি করের বোঝা চাপানো যাবে না। এই প্রেক্ষাপটে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের এই নির্দেশিকা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

অনুব্রতর পরে আরও এক তৃণমূল নেতার হুমকি পুলিশের আইসিকে

ভাইরাল ভিডিও নিয়ে তৃণমূলকে তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলকোট থানার পুলিশ ফাঁড়ির এক আইসিকে জনসমক্ষে হুমকি, 'চুড়ি পরাব!' প্রকাশ্যে এমনই ভাষা প্রয়োগ করতে দেখা গেল তৃণমূল বিধায়কের সেক্রেটারিকে। পাশে দাঁড়িয়ে অন্য তৃণমূল নেতা। আর সেই মুহূর্তের ভিডিও সামনে আসতেই ফের উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। ঘটনাটি মঙ্গলকোটের কৈচর পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মঙ্গলকোটের তৃণমূল বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরীর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি এবং একসঙ্গে ক্ষীরগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি, ফাঁড়ির আইসি-র সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। তারপর প্রকাশ্যে হুমকি, হাতে চুড়ি পরিয়ে দেব! প্রশাসনের উপর একদা শাসকদলের এক জননেতার ঘনিষ্ঠের এই প্রকাশ্য তর্জন গর্জনে হতচকিত এলাকাবাসীও।

এই ভিডিও সামনে আসতেই কটাক্ষ ছুড়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, বীরভূমের একজন পুলিশ আধিকারিকের শ্রদ্ধেয় মাতা এবং স্ত্রীকে যিনি অকথ্য ও অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণ করেন, ধর্ষণের হুমকি দেন, সেই অনুব্রত মণ্ডলের কুকীর্তি তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্ভাগ্যক্রমে প্রকাশ্যে এসে গেছে, তাই শাসকদলকে রাতারাতি শোকজের নাটক করতে বাধ্য হতে হয়েছে! আসলে গোটা তৃণমূলেই এমন লক্ষ লক্ষ অনুব্রত রয়েছে, যাদের প্রভাবে এভাবেই পুলিশ-প্রশাসনকে ভয়ে আতঙ্কে কাঁটা হয়ে থাকতে হয়।

একইসঙ্গে ভাইরাল হওয়া এই ভিডিও নিয়েও সুকান্তর তীব্র আক্রমণ, এই ছবিটি দেখলেই বোঝা যাবে, কীভাবে মঙ্গলকোটের বিধায়ক অপূর্ব চৌধুরীর সেক্রেটারি এবং তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি এক পুলিশ অফিসারকে প্রকাশ্যে চমকাচ্ছেন! চুড়ি পরানোর হুমকি দিচ্ছেন! এটা কি নতুন কিছু? না! তৃণমূল শাসনে পুলিশ এমন চাপে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সুকান্তের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর এই জঙ্গলরাজে, যেখানে গণতন্ত্রের বদলে ত্রাসের শাসন চলে, সেখানে পুলিশ প্রশাসনের হয় মেরুদণ্ড বিক্রি করতে হয়, নয়তো পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে থাকা অনুব্রতদের হাতে অপদস্ত হতে হয়। তৃণমূলের তরফে যদিও এই প্রসঙ্গে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। তবে প্রশ্ন উঠছে, প্রকাশ্যে এক পুলিশ অফিসারকে হুমকি দেওয়া হলে তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিচ্ছে দল? কেবল অনুব্রত নয়, অনুগামী নেতাদের বেলাতেও কি দলের ন্যূনতম শৃঙ্খলাবোধ থাকছে? রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের মুখে প্রশাসনের উপরে প্রকাশ্যে শাসকদলের নেতাদের 'শাসানি' যদি অব্যাহত থাকে, তবে পুলিশের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন আরও বাড়বে। ভিডিও সামনে আসায় চাপ বাড়ল তৃণমূলের অন্দরেও। তৃণমূল কি এবারও শোকজ নাটকেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ নেতার বিরুদ্ধে সত্যিই কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে- চোখ রাখছে রাজ্য রাজনীতি।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ দেশের সেরা ১০ মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানের তালিকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: শতাব্দী প্রাচীন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ দেশের শীর্ষ ১০ মেডিক্যাল কলেজের তালিকায় স্থান পেয়েছে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউশ্যানাল র‍্যাঙ্কিং ফ্রেম ওয়ার্ক - আইআরএফ এর ২০২৪-এর সর্বভারতীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ নবম স্থান অর্জন করেছে, যা পূর্ব ভারতে এক নম্বর মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা।

এই তালিকায় অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে দিল্লির এইমস, ভেলোরের সিএমসি, চণ্ডীগড়ের পিজিআই, বেঙ্গালুরুর নিমহানস, কর্ণাটকের এসডিএম মেডিক্যাল কলেজ, মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সাইন্স, লখনউয়ের এসজিপিজিআইএমএস রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের-এর এই সাফল্য পূর্ব ভারতের চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস বলেন, সরকারি সহযোগিতা, আমাদের শিক্ষক-চিকিৎসকদের নিষ্ঠা ও ছাত্রদের পরিশ্রমের ফলেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Urmila Lakhani, W/o Sri Vijay Lakhani, residing at 107, N. K. Banerjee Street, P. O. & P. S. Rishra, Hooghly-712248 do hereby solemny affirm and declare before the court of LD. 1st class Judicial Magistrate at Serampore vide Affidavit No. 97AB621362 dated 24th April 2025, That Urmila Lakhani, W/o Vijay Lakhani and daughter of Lt. Bhagwan Das Daga and Urmila Jhawar, W/o Lt. Ghanshyam Das Jhawar and daughter of Lt. Bhagwan Das Daga and Urmila Daga daughter of Lt. Bhagwan Das Daga are the same and one identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল, **১) শ্রী সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী**, পিতা - ৺ইন্দুশেখর চক্রবর্ত্তী ও **২) শ্রী অলোক মজুমদার**, পিতা- ৺অধির মজুমদার, উভয়ের সাকিম - কালিয়াগড়, পোঃ ও থানা-বলাগড়, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২৫০১। গত ইং ২০/০১/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর. -১, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-১৯৯৮/২০২২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা-হুগলী, থানা-বলাগড়ের সামিল, জিরাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জে. এল. নং ১০৯, জিরাট মৌজায় হাল ২৯৭২ ও ২৯৭৯ নং খতিয়ানভুক্ত:- হাল ১০০৩ নং দাগে বাগান ১.০৭ শতক,হাল ১০০৪ নং দাগে বাগান ১.১৮ শতক,১৯৯৯ নং দাগে বাগান ০৪ শতক,২০০০ নং দাগে বাগান ০৬ শতক,২০০১ নং দাগে বাগান ৫.২৩ শতক, ২০০২ নং দাগে পুকুর ১৮ শতক ও ২০০৩ নং দাগে বাগান ০৪ শতক একুনে মোট ৭ টি দাগে ৩৯.৪৪ শতক সম্পত্তি সাকিম-শ্রীপুর ধাওয়াপাড়া,পোঃ-শ্রীপুর বাজার, থানা-বলাগড়, জেলা- হুগলী নিবাসী **শ্রী দেবব্রত সাধুখাঁ**, পিতা- ৺জগবন্ধু সাধুখাঁ - মহাশয়কে আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন।

SANKAR DAS (ADVOCATE)
District Judge's Court Chinsurah,
Hooghly. Reg. No.- F/405/12

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১লা জুন, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ্য। রবিবার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ জামাই ষষ্ঠী। অরন্য ষস্ঠাদি তিথি। স্কন্দ ষষ্ঠী।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সাময়িক বন্ধের নোটিস ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুটমিলে

ঠিকাদারি প্রথা নিয়ে গন্ডগোল পাকিয়ে এই জুটমিল বন্ধ করা হয়েছে, অভিযোগ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিক অসন্তোষের জেরে সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলল ভাটপাড়ার রিলায়েন্স জুটমিলে। ফলে কাজ হারালেন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে ছয় হাজার শ্রমিক। শনিবার সকালে কাজে যোগ দিতে এসে শ্রমিকরা দেখেন মিলের গেটে 'টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের' নোটিস ঝুলছে। সাময়িক বন্ধের নোটিসে উল্লেখ রয়েছে, 'কিছু শ্রমিক নিজেদের স্বার্থে কাজ করছে। তাঁরা আবার অন্যদের ভুল পথে চালনা করছে। বৃহস্পতিবার বেলায় কোনও কারণ ছাড়াই বলপূর্বক তাঁত বিভাগে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার প্রভাব গোটা মিল জুড়ে পড়েছে। যদিও বেআইনি ধর্মঘট নিয়ে মিলের অধিকাংশ শ্রমিক অবগত নন।' মিল শ্রমিক পঞ্চম দাস বলেন, বৃহস্পতিবার তাঁত বিভাগে গন্ডগোলের জেরে আচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এদিন সকালে তিনি কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন গেটে বন্ধের নোটিস ঝুলছে। অশান্তি এড়াতে মিলের গেটে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। তবে অবিলম্বে মিল চালুর দাবিতে সরব হয়েছেন ওই মিলের শ্রমিকরা। জুটমিল বন্ধ নিয়ে শ্রমিক নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূলের আইএনটিটিইউসি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত জুটমিলে ঠিকাদারি রাজ কায়েম করেছেন।

যেখানে ঠিকাদারি প্রথা চালাতে পারছেন না। সেখানে তৃণমূলের লোকজন সুকৌশলে গন্ডগোল পাকিয়ে মিল বন্ধ করে দিচ্ছে। তাঁর দাবি, সাধারণত জুটমিলে অধিকাংশ শ্রমিক হিন্দিভাষী। যাতে এঁরা বাংলায় থাকতে না পারে সেদিকে নজর রেখেই জুটমিল বন্ধ করা হচ্ছে। রিলায়েন্স মিলের অবস্থা নিয়ে শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের লোকেরা মিলটা বন্ধ করে দিয়েছে। মোটর লাগানোর অজুহাত খাড়া করে মিলটা বন্ধ করে দেওয়া হল। তাঁর দাবি, তৃণমূল নেতারা মোটা টাকা চেয়েছিলেন। কিন্তু টাকা না পাওয়ার জন্য মিলটাই বন্ধ করে দেওয়া হল। তৃণমূলের গোষ্ঠী কাজিয়া তুলে ধরে তিনি বলেন, ওখানে তৃণমূলের দুটো গ্রুপ আছে। একটা গ্রুপ ঠিকাদারি করে। আরেকটা গ্রুপ ঠিকাদারি পায় না। তাঁর দাবি, মিল বন্ধের আসল কারণ হল, ঠিকাদারি নিয়ে দুই গ্রুপের লড়াই। পরিসংখ্যান তুলে ধরে শ্রমিক নেতা অর্জুন সিং বলেন, বরানগর থেকে হালিশহর পর্যন্ত সমস্ত বন্ধ জুটমিলের জমি বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। গারুলিয়ার ডানবার কটন মিল এবং শ্যামনগর অন্নপূর্ণা কটন মিলের জমি প্রমোটারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এমনকী শ্যামনগর অন্নপূর্ণা কটন মিলের ভেতরে থাকা সরকারি জমিও পর্যন্ত বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদীর পরে এবার অমিত শাহর সভাতেও দিলীপ ঘোষের নাম নেই

দলের অস্বস্তি কাটাতেই 'ব্রাত্য' দিলীপ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিলীপ ঘোষ যিনি একসময় রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র এবং সর্বাগ্রে নেতাদের একজন; এখন যেন দলের নিজস্ব মঞ্চ থেকেও ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর সভায় ডাক না পাওয়ার পর এবার কেন্দ্রীয় নেতা অমিত শাহের কলকাতার জনসভাতেও তাঁর নাম নেই। এখনও পর্যন্ত তিনি কোনও আমন্ত্রণ পাননি, যা দলের জন্য বড় অস্বস্তির কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

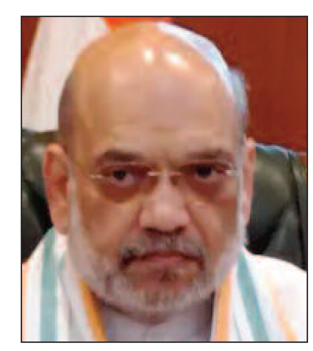

দল সূত্রে জানা যাচ্ছে, দিলীপ ঘোষের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড ও বক্তব্যগুলি দলের ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাঁর কিছু মন্তব্য দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার জন্য বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হচ্ছে। বিশেষ করে দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধী দলের নেতাদের তিরস্কার, দলের ভেতরে ব্যাপক বিস্ময় ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।

দিলীপ ঘোষের এমন কর্মকাণ্ড ও দলবিরোধী সুর বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। ফলে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ জনসভা ও রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে সরিয়ে রাখার পক্ষে মত গেঁথে নিচ্ছেন অনেকেই। পাশাপাশি দলের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ না নিলেও, দিলীপ ঘোষের স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দূরত্ব স্পষ্ট। রাজ্য বিজেপির একাংশ মনে করছে, দিলীপ ঘোষের বর্তমান মনোভাব ও কার্যকলাপ দলকে বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই অবস্থায় তাঁকে সামনে আনা দলের জন্য আরও সমস্যার কারণ হতে পারে। ফলে অমিত শাহের সভায় ডাক না দেওয়া এবং পূর্বের কর্মসূচি বাতিল হওয়া যেন দলের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা। দিলীপ ঘোষ নিজে যদিও এসব নিয়ে সংযত। তিনি বলেছেন, আমি এখন কোনও পদে নেই, তাই ডাক পাওয়ার প্রত্যাশা নেই। দলের সিদ্ধান্তই আমার জন্য সর্বোচ্চ। তবে দল মনে করছে, একসময় দলের অন্যতম মুখ এবং রাজ্যের ক্ষমতাসীন রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকা এই নেতা এখন দলের ভাবমূর্তিতে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর 'অন্যমুখী' মনোভাব ও দলের বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্যই হয়তো তাঁকে ক্রমশ 'ব্রাত্য' করে তুলেছে। আপাতত, দিলীপ ঘোষকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব উভয়ের কাছ থেকে দূরে রেখে, দলের শৃঙ্খলা ও ঐক্য বজায় রাখাই গেরুয়া শিবিরের প্রধান লক্ষ্য বলে মনে হচ্ছে।

গত ৩০ মে ডব্লিউবিসিডিসি এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডব্লিউবিসিডিসি বাগনান প্রকল্পের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক শ্যামপুর- ১ কালিপদ মণ্ডল, সভাপতি শ্যামপুর ১ পঞ্চায়েত সমিত প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রভাত কুমার বোস এবং ইঞ্জিনিয়ার প্রীতম বাবু।

পঞ্চায়েত স্তরে আর্থিক স্বচ্ছতা আনতে এবার অনলাইনে অডিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: পঞ্চায়েত স্তরের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। এবার থেকে নিজস্ব অডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে রাজ্যের সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের অডিট অনলাইনে সম্পন্ন করা হবে। একই সঙ্গে প্রতিটি হিসেব-নিকেশের নথি থাকবে কেন্দ্রীয় পোর্টালে সংরক্ষিত। প্রশাসনিক সূত্রের খবর, 'অডিট অনলাইন' পোর্টালের মাধ্যমে 'এগজামিনার অফ লোকাল অ্যাকাউন্টস'-রা এখন যেকোনও স্থান থেকে যেকোনও সময়ে পঞ্চায়েতের অডিট সংক্রান্ত নথি দেখতে ও সংগ্রহ করতে পারবেন। ফলে অতীতে প্রয়োজনের সময় বহু পুরনো নথি না পাওয়ার যে সমস্যা ছিল, তা অনেকটাই দূর হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। এই ব্যবস্থার ফলে অডিটের সময় এসএমএস-এর মাধ্যমে পঞ্চায়েতগুলিকে জানানো হবে এবং পোর্টাল থেকেই জানা যাবে, কোন কোন নথি জমা দিতে হবে। ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলাশাসককে পাঠানো হয়েছে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর। নতুন ব্যবস্থায় অডিটের কাজের অগ্রগতি রিয়েল টাইমে মনিটরিং করা যাবে রাজ্য দপ্তর, ইএলএ সদর দপ্তর এবং প্রতিটি জেলা সদর দপ্তর থেকে। পঞ্চায়েত দপ্তরের 'স্মার্ট পঞ্চায়েত' প্রকল্পের অধীনেই এই পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে, যার দায়িত্বে রয়েছে বেঙ্গল এজি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, অডিটে স্বচ্ছতা আনতে এই উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে যেমন অডিটের নির্দিষ্ট সময় মেনে সম্পাদন নিশ্চিত করা যাবে, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারি বরাদ্দ আটকে যাওয়ার ঝুঁকিও কমবে।

খুব শীঘ্রই শুরু হবে 'সবুজ সাথী' প্রকল্পে সাইকেল বিতরণের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি সময়ের আগে সম্পন্ন করতে উদ্যোগী হয়েছে। এই লক্ষ্যে চলতি বছরে 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের অধীনে সাইকেল বণ্টনের প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়ের অন্তত দু'মাস আগে শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী জুন মাস থেকেই স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের নাম যাচাইয়ের কাজ শুরু হবে, যা গতবার অগস্টে শুরু হয়েছিল। সরকারের লক্ষ্য, পুজোর পরই সাইকেল বিতরণ শুরু করে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে সম্ভাব্য নির্বাচনের আগে এই কাজ সম্পন্ন করা। নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পর সাইকেল বণ্টন বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাই আগেভাগেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গতবার প্রায় ১২ লক্ষ সাইকেল বিতরণ করা হয়েছিল, এবং এবারও প্রায় একই সংখ্যক পড়ুয়া সাইকেল পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। জুন মাসজুড়ে স্কুলে স্কুলে তথ্য যাচাইয়ের কাজ হবে। তারপর ছাত্রছাত্রীদের নাম নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করবেন আধিকারিকরা। একবারে সব করতে গেলে সার্ভার বসে যেতে পারে, তাই দিন ভাগ করে জেলাগুলিকে এই কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের অধীনে ২০১৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০ লক্ষ সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাতায়াতে সহায়তা করেছে এবং শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জামাইষষ্ঠীতে হাওড়ায় স্পেশ্যাল মিষ্টি ফলের থালি, বাজার মাতাচ্ছে 'ফল-মিষ্টি'র যুগলবন্দি

রাজীব মুখোপাধ্যায়, হাওড়া: আজ জামাইষষ্ঠী। জৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে বাঙালি শাশুড়িরা জামাইয়ের মঙ্গলকামনায় ষষ্ঠী দেবীর পুজো করে থাকেন। সেই উপলক্ষ্যে বরাবরই চলে জামাই আদরে পঞ্চব্যঞ্জন, ফলাহার ও মিষ্টির বাহারি আয়োজন। কিন্তু দিনকে দিন বাজারদর চড়া হওয়ায় সাধ থাকলেও অনেকের সাধ্য সীমিত। তবে সেই ভাবনাকে নতুন মোড় দিল হাওড়ার এক বিখ্যাত মিষ্টির দোকান, যেখানে জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে তৈরি হয়েছে এক অভিনব 'স্পেশ্যাল মিষ্টি ফলের থালি'। এই বিশেষ থালিতে থাকছে আম, লিচু, কাঠাল, আপেল, জামরুল, স্ট্রবেরি; অর্থাৎ গ্রীষ্মের জনপ্রিয় ফলের স্বাদে তৈরি একাধিক মিষ্টান্ন। সঙ্গে 'জামাইষষ্ঠী স্পেশ্যাল সন্দেশ'। দোকানের কর্ণধার সৈকত পাল জানাচ্ছেন, ফলের বাজার যেভাবে চড়েছে, তাতে আসল ফল কিনে খাওয়ানো সহজ নয়। তাই ভেবেছি, মিষ্টির মাধ্যমে ফলের স্বাদ পৌঁছে দেওয়া হোক জামাইয়ের পাতে। তিনি আরও বলেন, মিষ্টি নিলে যেন মনে হয় ফল ফ্রি। সম্পূর্ণ ন্যাচারাল ফলের এসেন্স ব্যবহার করে স্বাস্থ্যবান্ধব ভাবেই এই থালি বানানো হয়েছে।

বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে চিজ বেকড রসগোল্লা, ম্যাংগো মালাই রোল, ফ্রুট বাস্কেট, পেস্তা গার্ডেন, পাইনঅ্যাপেল মালাই রোড সহ নানা আকর্ষণীয় পদ। ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়াতেও মিলছে উচ্ছ্বাস। হাওড়ার বাসিন্দা অনিন্দিতা ঘোষ বললেন, ফলের স্বাদে মিষ্টির এই আয়োজন একেবারেই আলাদা। জামাইষষ্ঠীর পাতে এই থালি রাখলে জামাই তো বেজায় খুশি হবেই, সঙ্গে আত্মীয়স্বজনও চমকে যাবে। আর এক ক্রেতা, বেলুড়ের বাসিন্দা গৌতম চক্রবর্তী জানালেন, চিজ বেকড রসগোল্লাটা খেয়েই আমি অবাক। দারুণ স্বাদ! দামও বেশ সাশ্রয়ী। অন্যদিকে, শাশুড়িদের একাংশ বলছেন, এবার ফল কিনে জামাইকে খাওয়ানোর ঝামেলা নেই। ফলের স্বাদেই মিষ্টি, আবার পরিবেশনেও বৈচিত্র। এই থালি যেন আমাদের মনের কথাই বলে দিল। সব মিলিয়ে হাওড়ার বাজারে 'জামাইষষ্ঠী স্পেশ্যাল মিষ্টি ফলের থালি' এখন হট কেক ; রসে-গন্ধে মন মাতবে জামাই-শাশুড়ি সকলেরই।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ১ জুন ২০২৫, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে বিশেষ পদক্ষেপ এসএসসির,

ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা : শুক্রবারই নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে এসএসসি-র তরফ থেকে। এই বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর তৎপরতাও শুরু হয়েছে এসএসসিতে। কারণ, এবার তারা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি করতে চান স্বচ্ছভাবে। আর এই স্বচ্ছতা আনতে এবার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে চলেছে এসএসসি। এসএসসি সূত্রে খবর, আবেদনকারী চাকরিপ্রার্থীদের তিনটি পর্যায়ে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনলাইনে যখন আবেদন আসবে, সেই সময় প্রথম পর্যায়ে ভেরিফিকেশন, ইন্টারভিউ হওয়ার সময় দ্বিতীয় ভেরিফিকেশন এবং কাউন্সিলিংয়ের সময় তৃতীয় পর্যায়ে ভেরিফিকেশন হবে। কোনও ভুয়ো ডকুমেন্টস দিয়ে কোনও চাকরিপ্রার্থী আবেদন করছেন কি না বা এসএসসি আধিকারিকদের কোনও ডকুমেন্টসের কোনও তথ্য নজর এড়িয়ে গেল কি না, তা যাচাই করার জন্যই এসএসসি ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনে বাড়তি গুরুত্ব দিতে চাইছে বলে সূত্রের খবর।

পাশাপাশি এসএসসির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, কোন চাকরি প্রার্থী কোন স্কুলে চাকরি পাচ্ছেন তা চাকরিপ্রার্থীকে সুপারিশ পত্র দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে। অর্থাৎ, কোনও চাকরি প্রার্থী তাঁর মেরিট বা তাঁর র‍্যাঙ্ক অনুসারে কোন স্কুলে কোন জেলায় চাকরি পেলেন নিয়োগপত্র পাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই এসএসসি তা ওয়েবসাইটে আপলোড করবে।

এদিকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়েও দেওয়া হয়েছে এসএসসির তরফ থেকে। নির্ঘণ্টে দেখা যাচ্ছে, সেপ্টেম্বরে লিখিত পরীক্ষা দিয়ে শুরু হবে প্রক্রিয়া, যা শেষ হবে নভেম্বরে কাউন্সেলিংয়ের মধ্য দিয়ে।

এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগেই নয়া নিয়োগ বিধিও প্রকাশ করেছে রাজ্য। সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোন খাতে রাখা হয়েছে কত নম্বর। পূর্ববর্তী নিয়মের থেকে অনেকে ক্ষেত্রেই বদল আনা হয়েছে সেখানে। বদলেছে নম্বর বিভাজন রীতি। নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের বিধি অনুযায়ী, লিখিত পরীক্ষা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, ইন্টারভিউ, ক্লাস করানোর ক্ষমতা উপর তৈরি হবে প্যানেল। একইসঙ্গে এও নিয়োগ বিধিতে জানানো হয়েছে, মোট ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ওএমআর শিট-এ। ১০ নম্বর থাকবে শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য। এক্ষেত্রে, স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে ৬০ শতাংশ বা তার বেশি নম্বর পেলেই ১০ নম্বর পাবেন। ৫০ থেকে ৬০ শতাংশের মধ্যে নম্বর পেলে ৮ নম্বর ও ৫০ শতাংশের কম পেলে ৬ নম্বর দেওয়া হবে।

এছাড়াও, নয়া নিয়োগ বিধিতে কর্মরত শিক্ষকদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য রাখা হয়েছে ১০ নম্বর। সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুলে প্রতিবছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার জন্য পাওয়া যাবে দুই নম্বর করে। এক্ষেত্রে কারও পাঁচ বছর বা তার বেশি শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে মিলবে পুরো ১০ নম্বর।

এসএসসি ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ সুকান্তর

‘মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই চাকরিহারাদের শেষ পরিণতি, আদালতও কিছু করতে পারবে না’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি এবং চাকরি হারানোদের পুনর্নিয়োগ নিয়ে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কটাক্ষ, চাকরিহারাদের আর কিছু করার নেই; প্রধানমন্ত্রীও করতে পারবেন না, রাষ্ট্রপতিও পারবেন না।

শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুকান্ত বলেন, এই সমস্যার একটাই জায়গা ছিল, সেটি হল সুপ্রিম কোর্ট। আর সেই সুপ্রিম কোর্টেই এখন আলাদা আসনে বসে যাচ্ছেন শিক্ষিত আর অশিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীরা। এটা ছিল রাজ্য সরকারের এসএসসি-র দায়িত্ব, সেটা ওরা দেয়নি।

তৃণমূল নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আগে যেমন বাঙালি বউরা স্বামীর নাম বলত না, তেমনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর চারপাশের যাঁরা টাকা খেয়ে চাকরি দিয়েছেন, তাঁরাও কারও নাম বলেননি। কোনও তালিকা দেননি। সেই কারণেই আজ সবাইকেই আবার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। সুকান্তর বক্তব্যে ছিল আরও তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা। একবার যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের ফের পরীক্ষা দিতে বলা অমানবিক। তিনি আরও বলেন, হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি, এটা সম্ভব না। যাঁদের এত বছর পরে ফের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, তাঁদের প্রতি অবিচার হচ্ছে। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। কারণ যাঁরা তালিকা দেয়নি, তাঁদের রক্ষা করতেই আজ এই পরিস্থিতি। শেষে সুকান্তর কটাক্ষ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই চাকরিহারাদের শেষ করে দিয়েছেন। এখন কিচ্ছু করার নেই। আর কেউ কিছু করতে পারবে না। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক রায়ে বহু শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে এবং নতুন করে মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। এই নিয়েই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র বিতর্ক চলছে।

আড়িয়াদহের ত্রাস জয়ন্ত সিংয়ের অট্টালিকা ভেঙে ফেলার টেন্ডার অর্ডার পাশ পুরসভার

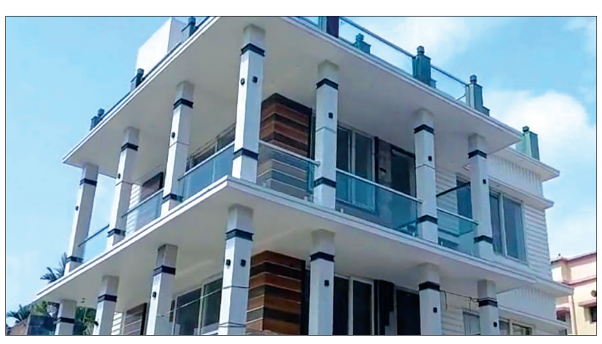

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কামারহাটি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের আড়িয়াদহের প্রতাপ রুদ্র লেনে জমি দখল করে সাদা প্রাসাদসম অট্টালিকা গড়ে তোলার অভিযোগ ওঠে জয়ন্ত সিংয়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, পুরসভার অনুমতি ছাড়াই চোখ ধাঁধানো তিনতলা বাড়ি তৈরি করা হয়। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই এক ব্যক্তি ওই অবৈধ প্রাসাদসম বাড়ি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক গৌরাঙ্গ কান্তর ডিভিশন বেঞ্চ চার সপ্তাহের মধ্যে ওই বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে আড়িয়াদহের ত্রাস জয়ন্ত সিংয়ের প্রাসাদসম বাড়ি ভাঙার উদ্যোগ নিল কামারহাটি পুরসভা। গত ২৯ মে পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জয়ন্ত সিংয়ের বাড়ি দ্রুত ভেঙে ফেলতে হবে। বাড়ি ভাঙতে ডাকা হবে ই-টেন্ডার। সেদিন পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে পাশ করা হল বাড়ি ভাঙার ‘টেন্ডার অর্ডার’। এই বিষয়ে কামারহাটি পুরসভার উপ-পুরপ্রধান তুষার চট্টোপাধ্যায় জানান, গত ২৯ মে পুরসভায় বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বাড়িটি ভেঙে ফেলার। ই-টেন্ডারের মাধ্যমে বাড়িটি ভেঙে ফেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পুরসভার সহকারী ইঞ্জিনিয়ারকে। পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে বাড়িটিকে দ্রুত ভেঙে ফেলার চেষ্টা করা হবে।

অনুব্রতকে পেটাতে পেটাতে থানায় নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল : অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে ফোন করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগ উঠেছে একদা বীরভূমের বেতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে। এমনকী আইসি-র মা ও স্ত্রীকে নিয়ে কদর্য ভাষা ব্যবহার করেছেন প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল। অনুব্রতের হুমকি দেওয়া সেই অডিও ক্লিপ ভাইরাল হতেই রাজ্য রাজনীতি এখন তোলপাড়। যদিও চাপের মুখে পড়ে দলকে চিঠি পাঠিয়ে ক্ষমা চাইলেন অনুব্রত মণ্ডল। প্রসঙ্গত, আইসিকে কদর্য ভাষায় হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম নোটিস এড়ালেন অনুব্রত মণ্ডল। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি হাজিরা দিলেন না। যদিও দ্বিতীয় নোটিস পাঠিয়ে রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ তাঁকে বোলপুর এসডিপিও অফিসে তলব করা হয়েছে। শনিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একদা বীরভূমের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতাকে তীব্র নিশানা করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, আগে অনুব্রত মণ্ডল বাজারে মাছ কাটত। এখন উনি কয়েক'শো কোটি টাকার মালিক। মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় মমতা ব্যানার্জি পুলিশের মেরুদণ্ড পুরোপুরি ভেঙে দিয়েছেন। পুলিশ অফিসাররা কিছু রোজগারের জন্য তৃণমূল নেতাদের গালাগালি শুনছেন। বোলপুর থানার আইসি কি করে মা ও স্ত্রী-র কাছে মুখ দেখাবেন, তা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। তাঁর দাবি, বাংলায় আইনের শাসন নেই। এরজন্য দায়ী মমতা ব্যানার্জি। গরু, কয়লা, বালি চুরি কাণ্ডে যখন কেষ্ট মণ্ডল ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তখন মমতা ব্যানার্জি কেষ্ট মণ্ডলকে ‘বীরের’ উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি আরও দাবি করেন, মদ খেয়ে মমতা ব্যানার্জিকে কেষ্ট মণ্ডল ব্ল্যাক মেইল করত। প্রাক্তন সাংসদের সংযোজন, মমতার সরকার নির্লজ্জ। একটা তৃতীয় শ্রেণির অপরাধীকে উনি পুলিশের সিকিউরিটি দিয়ে রেখেছেন। তাঁর দাবি, জেল খাটা আসামীরা এখন কেউ কাউন্সিলর, কেউ পঞ্চায়েত প্রধান। এমনকী মাদক কেসে আসামীরাও পুলিশ নিরাপত্তায় ঘুরে বেরাচ্ছে।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিতর্কিত পোস্ট, গুরুগ্রাম থেকে আইনের ছাত্রীকে গ্রেপ্তার কলকাতা পুলিশের

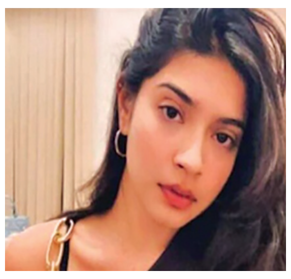

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত ভিডিও পোস্ট করায় হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার এক আইনের ছাত্রী। অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে এক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার অভিযোগে পুনের আইনের ছাত্রী শর্মিষ্ঠা পানৌলিকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতার গার্ডেনরিচ থানায় দায়ের করা এফআইআর এবং এরপর আদালতে জারি করা গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ভিত্তিতে শর্মিষ্ঠাকে গ্রেপ্তার করা হয়। উল্লেখ্য, প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় শর্মিষ্ঠার গলায় শোনা প্রতিবাদের সুর। চিৎকার করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমায় এমন হয়রানির শিকার হতে হল, এটাই কী গণতন্ত্র?

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, শর্মিষ্ঠা পানৌলি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন যেখানে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম সম্পর্কে আপত্তিকর এবং অবমাননাকর মন্তব্য করা হয় বলে অভিযোগ। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর সমাজ মাধ্যমে বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়। এরই সূত্র ধরে কলকাতার গার্ডেনরিচ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর কলকাতা পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে। একইসঙ্গে এই ঘটনায় পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়, ভিডিওটি পোস্ট করার পর অভিযুক্ত এবং তাঁর পরিবার নিখোঁজ হয়ে যান। যার ফলে তাঁকে নোটিস পাঠানো যায়নি। এরপর পুলিশ আদালতের কাছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা দাবি করে। আদালত পুলিশের সেই আবেদন গ্রহণ করে পরোয়ানা জারি করে। এরপর, কলকাতা পুলিশের একটি দল শর্মিষ্ঠার লোকেশন ট্র্যাক করে শুক্রবার গভীর রাতে হরিয়ানার গুরুগ্রামে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। কলকাতা পুলিশ সূত্রে এও জানানো হয়েছে, বর্তমানে শর্মিষ্ঠা পানৌলিকে কলকাতায় আনা হবে, যেখানে তাকে আদালতে হাজির করা হবে। এই ভিডিওটির পিছনে কোনও সংগঠিত ষড়যন্ত্র বা উদ্দেশ্য ছিল কিনা তা জানতে পুলিশ বিষয়টি নিয়ে আরও তদন্ত করছে। এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলছে, ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর শর্মিষ্ঠা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছিলেন। বিতর্কিত ভিডিও এবং সম্পর্কিত পোস্টগুলি ডিলিটও করে দিয়েছিলেন। এদিকে আইনি প্রক্রিয়া অনুসারে আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। যার ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ তাঁকে হেপাজতে নেয়। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের একজন আধিকারিক এও জানান, ইনস্টাগ্রামে এই মহিলা ভিডিওটি পোস্ট করেন। যাতে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে। ভিডিওটির কারণে এলাকায় উত্তেজনার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হয়।

পার্কস্ট্রিটে পথ চলা শুরু পথ ক্ষণিকার

পার্কস্ট্রিট অঞ্চলে উদ্বোধন হয়ে গেল পথ ক্ষণিকার। কলকাতায় মহিলা ও বাচ্চাদের বিশ্রাম ও যত্ন নেওয়ার জন্য উদ্বোধন হল এই বিশেষ কক্ষের। ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা সুস্মিতা ভট্টাচার্য চ্যাটার্জি ও মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দারের উপস্থিতিতে এই পথ ক্ষণিকার উদ্বোধন হয়। এক ছাদের তলায় এখানে রয়েছে অত্যাধুনিক শৌচালয়, স্নানঘর, পোশাক পরিবর্তনের ঘর, সন্তানকে স্তন্যপান করানোর ঘর, স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন থেকে শুরু করে বিশ্রামের জায়গা। ফলে পথচলতি থেকে শ্রমজীবী কিংবা ফিল্ড ওয়ার্ক করা মহিলা, সকলের কাছে দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের একটি বড় জায়গা হতে পারে ‘পথক্ষণিকা’। এত পরিষেবা মিলবে তাও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। স্বপন সমাদ্দার জানান, এটা শহরের প্রথম পথ ক্ষণিকা। যে ওয়ার্ডে এই পথ ক্ষণিকার উদ্বোধন হল তার পুরমাতা সুস্মিতা ভট্টাচার্য্য চ্যাটার্জি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মহিলা। আমিও একজন মহিলা হিসেবে তাঁর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। পাশাপাশি এদিন একটি নতুন কমিউনিটি সেন্টারের উদ্বোধন হয়। সেটির উদ্বোধন করেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ও তৃণমূল সাংসদ মালা রায়।

মুক্তি পেল ‘গৃহপ্রবেশ’এর ট্রেলার

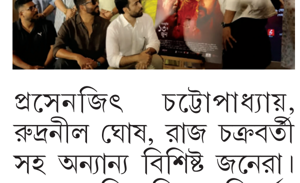

কলকাতাঃ ৩১ অগস্টে এই দিনেই ২০১৩ সালে প্রয়াত হন চলচ্চিত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ। আর এই দিনেই প্রয়াত এই পরিচালককে স্মরণ করে মুক্তি পেল ‘গৃহপ্রবেশ’ ছবির ট্রেলার। ছবিটি প্রয়াত ঋতুপর্ণকে উৎসর্গ করছেন পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। এই ছবিতে তিতলি চরিত্রে অভিনয় করেছেন শুভশ্রী। ছবির ট্রেলার মুক্তে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, রাজ চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। বাংলা ছবির দিক পরিবর্তন করবে এই ছবি, আশাবাদী উপস্থিত সকলেই।

ভোট পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্তদের জামিন খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্ত পাঁচজনের জামিন দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। উচ্চ আদালতের সেই রায় খারিজ করে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, অভিযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস প্রসঙ্গে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, বিরোধী দলের উপর হামলা আদতে গণতন্ত্রের উপরে হামলা।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় বিরোধীদের বাড়িঘর জ্বালানো, ভাঙচুর, নারী নির্যাতন-সহ একাধিক অভিযোগ ওঠে রাজ্য জুড়ে। এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই তদন্তের নির্দেশই বহাল রাখে। যে ঘটনায় পাঁচজনকে অভিযুক্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছিল তা ঘটে ২০২১ সালের ২ মে। ওই ঘটনায় অভিযোগকারী এক বিজেপি সমর্থকের বক্তব্য ছিল, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরই তাঁর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মারধর করা হয় তাঁকে। এমনকী তাঁর স্ত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় শেখ জামির, শেখ নুরুই, শেখ আসরফ, শেখ রাহুল, জয়ন্ত ডোম ও শেখ কাবিরুলের নাম উঠে আসে। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতা সিবিআই-এর অভিযোগে মান্যতা দেন। বিরোধী রাজনীতির কারণেই এই হামলা বলে উল্লেখ করেন বিচারপতি।

বাংলায় করোনার গ্রাফ উর্ধ্বমুখী, সারা দেশে অ্যাক্টিভ আক্রান্ত ৩৩৯৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্র থেকে শনি এই ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হলেন ৮৯ জন। ফলে সর্বমোট আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ২০৫-এ। শনিবার সকালে এমনই তথ্য দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। এদিকে যদিও করোনার এই বাড়বাড়ন্ত নিয়ে বিশেষজ্ঞরা উদ্বিগ্ন না হওয়ার পরামর্শই দিচ্ছেন। তবে নজরদারি সার্বিকভাবে বাড়ানো হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে। পাশাপাশি কোভিড প্রোটোকল মেনে চলার পরামর্শও দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। জানা গিয়েছে, মাথাব্যথা, জ্বর এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে কলকাতা শহরের সরকারি এবং বেসরকারি একাধিক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন করোনা আক্রান্তেরা। তবে কারও অবস্থা গুরুতর নয়। তবুও সতর্কতা হিসেবে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে তাঁদের। হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের মধ্যে অধিকাংশেরই মৃদু উপসর্গ রয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের পাশাপাশি দেশেও উর্ধ্বমুখী করোনার গ্রাফ। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা বেড়েছে ৬৮৫ জন। আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কেরলে। কেবলমাত্র কেরলেই বর্তমানে অ্যাক্টিভ কেসের সংখ্যা ১৩৩৬। সারা দেশে মোট অ্যাক্টিভ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩৯৫ জন।

সম্পাদকীয়

৫০০ টাকার জাল নোট বৃদ্ধির বাড়বাড়ন্ত একমাত্র রুখে দিতে পারে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম

জাল ৫০০ টাকার নোটে বাজার ভর্তি। যত দিন যাচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে জাল নোটের সংখ্যাটাও। খোদ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টেই উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রিপোর্টে বলছে, গত এক বছরের মধ্যে ৫০০ টাকার জাল নোট বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭.৩ শতাংশ। যা ৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর ৫০০ টাকার নোট নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি করেছেন বিজেপির জোটসঙ্গী চন্দ্রবাবু নায়ড়ু। গত বৃহস্পতিবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাল নোট নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে চিহ্নিত ৫০০ টাকার জাল নোটের সংখ্যা বেড়েছে ৩৭.৩ শতাংশ। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের মার্চ মাসের মধ্যে যে পরিমাণ জাল ৫০০ টাকার নোট ধরা পড়েছে, সেগুলির মোট আর্থিক মূল্য ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার কোটি টাকা! তার আগের আর্থিক বছরে ছিল ৪ লক্ষ ২৮ হাজার কোটি টাকা। ৫০০ টাকার মতো ২০০ টাকার জাল নোটও বাড়ছে। সরকারি হিসাবে বলছে গত এক বছরে ২০০ টাকার জাল নোট বেড়েছে ১৩ শতাংশের বেশি। নোট বাতিলের পর বন্ধ হবে জাল নোটের কারবার। ইতি টানা যাবে দুর্নীতিতেও। ২০১৬ সালে বিমুদ্রাকরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর জোর গলায় দাবি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেসময় ৫০০, ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে নতুন ২০০০ এবং ৫০০ টাকার নোট ছাপা হয়। রং এবং ডিজাইন বদল হয় ১০০-২০০ টাকার নোটেরও। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এসব কিছু করেই জালনোটের কারবারিদের রোখা যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, নোট বাতিলে লাভ টা কী হল? অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির জোটসঙ্গী চন্দ্রবাবু নায়ডুও। তাঁর বক্তব্য, ৫০০ টাকার মতো বড় নোটই দুর্নীতির মূলে। এই নোট বন্ধ করে সবটা ডিজিটাল পেমেন্টের আওতায় আনা উচিত। তাতেই একমাত্র দুর্নীতি দূর করা যাবে।

শব্দবাণ-২৯০

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.শণ, তিসি প্রভৃতির ছালের সুতায় বোনা কাপড় ২. চেয়ে, অপেক্ষা ৫. ভক্ষ্য বস্তু ৮. ভারতবর্ষ ৯. ঘাটতি, কমতি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বহু সন্তানপালনের দায়দায়িত্ববিশিষ্ট ৩. উগ্রমূর্তি ৪. কিছু সময় ৬. কূপ বা পুকুর থেকে পাঁক তুলে পরিষ্কার করার কাজ ৭. মিথুন, যুগল।

সমাধান: শব্দবাণ-২৮৯

পাশাপাশি: ১. স্ত্রীস্বাধীনতা ৪. মঞ্জু ৫. ভবেশ ৭. সম্পদ ৯. বপু ১১. টহলদার।

উপর-নীচ: ১. স্ত্রীসুলভ ২. ধীর ৩. তামরস ৬. শটপুট ৮. দধিসার ১০. গাল।

জন্মদিন

আজকের দিন

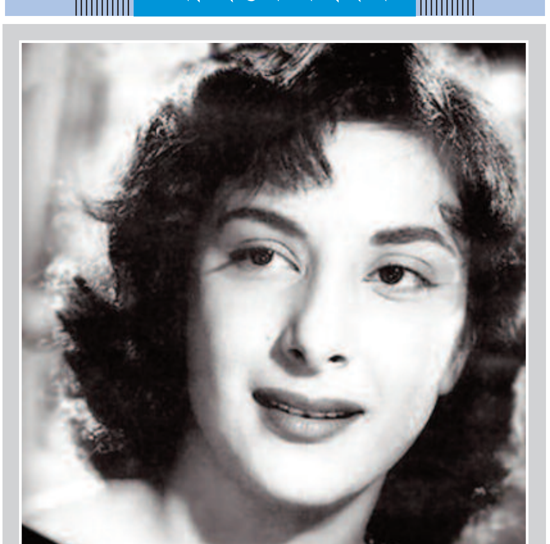

নার্গিস

১৯২৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নার্গিসের জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট ভারোত্তলক কারনাম মালেশ্বরীর জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দীনেশ কার্তিকের জন্মদিন।*

‘কাঙাল হরিনাথ: গ্রামীণ নবজাগরণের অগ্রদূত’

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩ –১৮৯৬) এখানে পায় বিস্মৃত একটি নাম অথচ ১৯ শতকে এই মানুষটি নিত্যরঙ্গ গ্রাম বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। ১৮৩৩ সালের ২০ শে জুলাই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নাগরিক নবচেতনার প্রেরণায় দূর মফস্বলেও রচনা করে গিয়েছিলেন জাগৃতির বাতাবরণ। উনিশ শতকের যারা নবজাগরণের নায়ক ছিলেন তারা সবাই ছিলেন উচ্চবিত্ত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত। কলকাতাকে কেন্দ্র করেই তাদের নবচেতনার কর্মকাণ্ড ব্যাপৃত ছিল। অন্যদিকে কাঙাল হরিনাথ ছিলেন কৌলিন্য হীন, প্রথাগত শিক্ষা বিহীন, হতদরিদ্র গ্রামীণ মফস্বল অঞ্চলের বাসিন্দা। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য এই সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও হরিনাথের প্রতিষ্ঠা অর্জন কালের বিচারের অসামান্য।

হরিনাথ মজুমদারের জন্মস্থান কুমারখালি। পদ্মা নদীর ধারে। ইংরেজ শাসনের সূচনায় কুমারখালি ফরিদপুর ও যশোহরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে রাজশাহী, পাবনা,অবিভক্ত নদিয়া ও সবশেষে কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে কুমারখালি যা নীল ও রেশম চাষ হতো। জলধরসেন বলেছেন কুমারখালি ছিল নদীয়া জেলার ম্যানচেস্টার। কুমারখালি ওয়াহাবি আন্দোলন, নীল বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহেরজন্য বিখ্যাত ছিল। খুব দারিদ্রতার সাথে সংগ্রাম করে তিনি বড় হয়েছেন। হরিনাথ মজুমদার ‘সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৩৫’ গ্রন্থে লিখেছেন যে তাঁর বাল্যজীবন নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখ দারিদ্র্যে পূর্ণ। আসলে শৈশবে হরিনাথের মাতা ও পিতা মারা যান। অন্ন, বস্ত্র , আশ্রয়ের অভাব তাকে শৈশবেই কাঙাল করেছিল। হরিনাথ মজুমদার তার সম্পাদিত গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় আত্মপরিচয় রচনায় উল্লেখ করেছেন — যখন আমার এক বছর অতিক্রম করে নাই তখন মাতৃ দেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন, আমি মাতৃহীন হইয়া অজ্ঞানবস্থায় যে কত কাঁদিয়াছি তাহা কে বলিতে পারে? খুল্লপিতামহী আমাকে প্রতিপালন করেন। আমার পিতা পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন নাই কিন্তু বোধহয় সংসারে উদাসীন ছিলেন’।

পরে যখন কাঙাল হরিনাথ বালক অবস্থায় বিদ্যালয় যাইবার সময় হল তখন তাঁর পিতা মারা গেলেন। কুমারখালি বাসিন্দা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার একটা ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে হরিনাথ ভর্তি হন। নীলকমল মজুমদার মহাশয় তাঁর স্কুলের বেতন ও পুস্তক কিনে দিতে সাহায্য করতেন। কিন্তু তিনি কর্মচ্যুত হলেন, ফলে হরিনাথ খুব আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণধন বাবু বিনা বেতনে কয়েকদিন শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু খাবার, পোশাক, বইয়ের অভাবে বেশিদিন তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ গ্রহণ করতে পারলেন না। পেটের খিদে নিবারণের জন্য কখনো তিনি ঠাকুর বাড়ির প্রসাদ, কখনো বন্ধু স্বজন কর্তৃক প্রদত্ত খাবার খেয়ে জীবনধারণ করেছেন। অধ্যাপক চৌধুরী লিখেছেন--অর্থহীন কাঙ্গাল কে রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ণ গ্রন্থটি এক রাতে নকল করে দিয়ে ছিলেন এক ব্যক্তি বিনিময়ে তিনি হরিনাথকে বস্ত্র প্রদান করেছিলেন। বস্ত্র লাভ করে হরিনাথ লজ্জা নিবারণ করতে পেরেছিলেন। তিনি মেধাবী ছিলেন, হস্তাক্ষর ছিল খুবই সুন্দর। এই সময় তাঁর আত্মীয় তাঁকে কয়েকটা বাংলা বই পড়তে দিলে তিনি তা তিন দিনের শেষ করে ফেলেন।

হরিনাথের মনে হয়েছিল এই নিভৃত গ্রামের লেখাপড়ার সুযোগ নেই অন্নসংস্থানের উপায় নেই। তাই হরিনাথ আরো লেখাপড়া শেখার জন্য কলকাতায় গেলেন। তখন রেলপথ ছিল না। নৌকায় যেতে হতো। কলকাতা পৌঁছতে তার ১০-১২ দিন সময় লেগেছিল। কিন্তু হরিনাথ যা ভেবেছিলেন তা হলো না। কলকাতা লেখাপড়ার কোন সুযোগ পেলেন না তিনি। ভগ্ন হৃদয়ে তিনি আবার কুমারখালীতে ফিরে এলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ এখানেই শেষ হলো। কিছু বন্ধুর সহযোগিতায় ও নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় তিনি শিক্ষা চর্চা করতে শুরু করলেন। হরিনাথের নিজের ভাষায়ক্ষ্মআমার বাল্য সখা মথুরা নাথ পাবনা ইংরেজি স্কুলে অধ্যয়ন করছেন তিনি অবকাশ উপলক্ষে যখন বাড়ি আসতেন তখন আমি তাহার নিকট ক্ষেত্রতত্ত্ব, অংক ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিতাম। বন্ধু যখন কুমারখালি ইংরেজি স্কুলের শিক্ষকতা স্বীকার করিলেন তখন আমার পড়ার ও পড়াইবার সুবিধা হইল।

হরিনাথের সততা ছিল উল্লেখযোগ্য। জলধর সেনের হরিনাথ কে নিয়ে লেখা জীবনী গ্রন্থ থেকে আমরা তা জানতে পারি। তিনি ছোটবেলায় কুমারখালি বাজারের একটি কাপড়ের দোকানে দৈনিক দুই পয়সার বিনিময়ে কাজ করতে শুরু করেন। তখনকার দিনের প্রথা অনুযায়ী হরিনাথ দিনের বেলায় খরিদ্দারদের তামাক সেজে হাতে তুলে দিতেন, দোকানের কাপড় গুছিয়ে রাখতেন, দোকানদারের নানা ফাই ফারমাস খাটতেন। আর সন্ধ্যেবেলায় দোকানের খাতার প্রতিদিনের বেচাকেনার হিসাব লিখতেন। ওই দোকানদার একদিন হরিনাথ কে বলেন ধারের খাতায় একজন ক্রেতার নামে বেশি অর্থ লিখে রাখতে। কিন্তু চাকরি চলে যেতে পারে এটা জেনেও হরিনাথ তা করেননি। হরিনাথ নিজে থেকেই সেই দোকানের কাজ ছেড়ে দেন। হরিনাথ কুমারখালী নীলকুঠিতে শিক্ষানবীসিরূপে কিছুদিন কাজ করেন। কিন্তু নীলকুঠির অপর সকল কর্মচারীদের মত হরিনাথ অসৎ চরিত্র, উৎকোচগ্রাহী, প্রজাপীড়ক ও অর্থলোভী ছিলেন না। ফলে স্বেচ্ছায় অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই নীলকুঠির চাকরিও তিনি ছেড়ে দেন।

হরিনাথের মনের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটি যন্ত্রণা সব সময় বিরাজ করত। তাই ১৮৫৫ সালের ১৩ই জানুয়ারি কুমারখালিতে একটি বাংলা পাঠশালা স্থাপিত হলে হরিনাথ বিনা বেতনে বাচ্চাদের শিক্ষা প্রদানের জন্য শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। এবং নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকতা করতে থাকেন। ফলস্বরূপ ছাত্র সংখ্যাও তার এই পরিশ্রমের ফলে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমে মাসিক ১১ টাকা বেতন তাঁর ধার্য হল। এর সাথে সরকারি আর্থিক সাহায্যও পাওয়া গেল। তখন হরিনাথের মাসিক বেতন বৃদ্ধি পেয়ে হলো ২০ টাকা। তৎকালীন যুগে কুড়ি টাকাটা অনেকটা। হরিনাথ উল্লেখ করেছেন যে তিনি ১৫ টাকা গ্রহণ করতেন বাকি টাকাটা অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। অর্থাৎ তার হৃদয় ছিল উদার স্বভাবের। তাঁর পরিশ্রমে ‘কুমারখালি বঙ্গ বিদ্যালয়’ খুব অল্প সময়েই বিশেষ মর্যাদা অর্জন করে। পাশাপাশি হরিনাথ বয়স্কদের স্বাক্ষর করার জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেখানে তিনি শিক্ষকতা করতেন। গ্রামের তরুণরা যাতে বিপথগামী না হয় তার জন্য শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তরুণদের তিনি ধরে এনে লেখাপড়া শেখাতেন।জলধর সেন বলেছেন ‘গ্রামের যে সকল বালক লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া গুন্ডার দলে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের শিক্ষার্থে কাঙাল হরিনাথ তাহার বাল্যসখা মথুরানাথ বাটীর চন্ডীমণ্ডপে পঠন- সমিতি ও নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করেন।’

হরিনাথের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল ১৮৬০ সালে তার নিজের চন্ডীমণ্ডপে বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন সেখানেও তিনি নিজেই শিক্ষা প্রদান করতেন। অবিভক্ত নদিয়া জেলার নারী শিক্ষা প্রসারের তিনি অন্যতম প্রথিকৃত। নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাকে অনেক রক্ষণশীল ব্যক্তির কাছ থেকে কটুক্তি শুনতে হয়েছে। তাও তিনি থেমে থাকেননি। পাশাপাশি তিনি বিদ্যালয় মহিলাদের সেলাইয়ের কাজও শেখাতেন। যাতে পরবর্তীকালে তারা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে।

হরিনাথ প্রথম অবিভক্ত নদিয়ায় বই বিক্রয়ের দোকান খোলেন।কুমারখালিতে হরিনাথ পাঠ্যপুস্তকাদি বিক্রয়ের জন্য একই দোকান স্থাপন করেন। পাশাপাশি নদীয়া জেলায় প্রথম গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বও হরিনাথের। অবিভক্ত নদিয়া জেলার হরিনাথ মজুমদার কর্তৃক কুমারখালিতে ‘দরিদ্র বান্ধব লাইব্রেরী’ নামে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও হরিনাথের অসামান্য আরেকটি কৃতিত্ব হলো ক্ষ্মগ্রামবার্তা প্রকাশিকাক্ষ্ম পত্রিকা প্রকাশ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ‘জমিদার, মহাজন, কুঠিয়াল, গোড়া পল্টনের উৎপীড়নে প্রজাপুঞ্জের দুর্দশা দেখিয়া হরিনাথের হৃদয়ে ব্যাথিত হইত। তিনি এই সকল অত্যাচারের কথা কখনো কখনো সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেন।অবশেষে তিনি পল্লীবাসীদের আর্তনাদ রাজদ্বারে পৌঁছাইবার জন্য নিজেই গ্রামবার্তা প্রকাশিকা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করিলেন। হরিনাথ অনুধাবন করেন নিজের প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি তাঁর মনের কথা, জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনী আরো বেশি জনগণের কাছে ও রাজ দরবারেও পৌঁছে দিতে পারবেন।হরিনাথ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অনুকরণে কবিতা লিখতে শুরু করেন। ডআবুল আহসান চৌধুরী লিখেছেন ‘ঈশ্বর গুপ্তকে হরিনাথের সাহিত্য সাংবাদিকতার গুরু হিসেবে অভিহিত করা যায়’। হরিনাথ সংবাদ প্রভাকরেও লিখতেন। তিনি এক জায়গায় উল্লেখ করেছেনক্ষ্মআমি ইতিপূর্বে নীলকুঠিতে ও মহাজন দিকের গদিতে ছিলাম, জমিদারের সেরেসতা দেখিয়াছিলাম এবং দেশের অন্যান্য বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছিলাম। যেখানে যত প্রকার অত্যাচার হয় তাহা আমার হৃদয়ে গাঁথা ছিল। দেশীয় সংবাদপত্রের অনুবাদক রবিনসন সাহেব যখন অনুবাদ কার্যালয় করিলেন আমিও সেই সময় গ্রাম বার্তা প্রকাশ করিলাম।ক্ষ্ম তিনটি পর্যায়ের গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (যথা মাসিক পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক) পত্রিকার প্রকাশিত রচনার বিষয়বস্তু ছিল ভিন্ন ভিন্ন।যখন গ্রামবার্তা মাসিক ছিল তখন ধর্মনীতি, সমাজনীতি ,সাহিত্য ময় প্রবন্ধ ও গ্রামের ঘটনাময় সংবাদ প্রকাশিত হতো। যখন পাক্ষিক হল তখন ধর্মনীতিটা শুধু বাদ গেল। আবার যখন সাপ্তাহিক হলো তখন রাজনীতির আলোচনা বেশি প্রাধান্য পেল। আবার পাশাপাশি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনার জন্য মাসিক একটি গ্রামবার্তা প্রকাশিত হতো। পত্রিকার সমস্ত দায়-দায়িত্ব তিনিই বহন করতেন। তিনি এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন ‘পত্রিকার আমি লেখক,আমি সম্পাদক ,আমিই পত্রিকা লেফাফা ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী অর্থ সংগ্রাহক’।

এই পত্রিকা ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান সবকিছু। মাঝে মাঝে পত্রিকা প্রকাশনের সাথে যুক্ত সহকর্মী পাঠকদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা বৈঠক করতেন যাতে কি করে পত্রিকাকে আরো উন্নত করা যায়। কিন্তু এক সময় হরিনাথ এই পত্রিকা চালাতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং গ্রাহকদের গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করার এবং পত্রিকা যাতে নিয়মিত প্রকাশিত হয় তার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেন এবং সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে অনেকেই গ্রাহক চাঁদা পরিশোধ করেন এবং একজন বিত্তশালী ব্যক্তি পত্রিকা প্রকাশনের যাবতীয় ব্যয় ভার গ্রহণ করবেন বলে সবার সামনে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পরে তিনি কোন অর্থ প্রদান করেননি। পত্রিকার এই বিপদের কালে হরিনাথ কে সাহায্য করেছিলেন কুমারখালির অধিবাসী রাধাগোবিন্দ মজুমদার। এরপর থেকেই বাংলা ১২৭৭ সন থেকে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা সাপ্তাহিক পত্রিকার রূপে প্রকাশ করে। এরপর তাঁর পত্রিকার জন্য যিনি সবথেকে বেশি তাকে সাহায্য করেছিলেন তিনি হলেন কাশিমবাজারের মহারানী স্বর্ণময় দেবী। হরিনাথ তাঁর কথাই বলেন ‘গত বৎসর নানা বিপদে বিপন্ন হইয়া গ্রামবার্তা মৃত্যু শয্যায় শয়ন করে — এই সময় শ্রীমতি মহারানী স্বর্ণময়ী মহোদয়ের সাহায্য দানের উপর নির্ভর করিয়া সে জীবন রক্ষা করিয়াছে, অন্যথা তাহার চিহ্ন পর্যন্ত থাকিত না ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা শুধুমাত্র নীলকর সাহেব, জমিদার, মহাজনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লিখতো তা নয় রাজার কর্তব্য কি হওয়া উচিত সরকারের কর্তব্য কি হওয়া উচিত সবই এই পত্রিকায় থাকতো। পাশাপাশি পরিবেশ নিয়েও এই পত্রিকায় লেখা হতো। যেমন নদীখাল সংস্কার, পয়ঞ্জ প্রণালী সংস্কার, অস্বাস্থ্যকর বিষয় ও ম্যালেরিয়ার বিষয় মানুষকে সচেতন করা, পোস্ট অফিসের মানি অর্ডার প্রথা প্রচলন প্রভৃতি অনেক বিষয় তার পত্রিকায় থাকতো।

সেই সময় নদীয়া জেলায় অনেক তাঁতি থাকতেন। তাঁতিরা খুবই কষ্টের দিন কাটাতেন। তাঁত শিল্পও তাই বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। হরিনাথ তার গ্রামবার্তা প্রকাশিকায় এই বিষয়টি তুলে ধরেন এবং বলেন এই সরকার যতদিন থাকবে তাঁত শিল্পের উন্নয়ন হবে না। সরকার ম্যানচেস্টারের তাঁতের কথাই সব সময় চিন্তা করে এ দেশের তাঁতিদের কথা নয়।

সে কালে ইংরেজ সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট দের বিরুদ্ধে সাধারণত কেউ কিছু বলতে পারত না কিন্তু হরিনাথ নির্ভীকতার সাথে তাঁর পত্রিকায় সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। জমিদাররা যে বিবিধ উপায়ে অর্থ আদাই করতেন প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে হরিনাথ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কুমারখালি থেকে পত্রিকা প্রকাশ করা সহজ ছিল না। কারণ মফসলে কোন ছাপাখানা ছিল না। নদীপথেসুদূর কলকাতায় গিয়ে পত্রিকায় ছাপিয়ে আনতে হতো। গ্রামবার্তা প্রকাশিকা মাত্র ১৭৫ কপি করে ছাপা হতো। কিন্তু তার পাঠক সংখ্যা ছিল অনেক। সেই সময় গ্রামে অনেক নিরক্ষর ছিল ।যারা লেখাপড়া জানতেন তারা গ্রামবার্তা প্রকাশিকার বার্তা গুলি স্বাক্ষর ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনে নিতেন। যেমন নদীয়া জেলার ভাজন ঘাটে মাত্র দুটি কপি গ্রামবার্তা প্রকাশিকা যেত। কিন্তু গ্রাহকদ্বয় পত্রিকা পাঠ করে গ্রামের সমস্ত মানুষকে শোনাতেন। গ্রামবার্তা প্রকাশিকা প্রায় ২২ বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছিল।হরিনাথের লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিজয়া, বসন্ত আগমনী, কংসবধ ইত্যাদি। ১৮৯৬ সালে ১৮ই এপ্রিল তিনি প্রয়াত হন। বিশ শতকের গ্রাম সমাজে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা সামাজিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হরিনাথের সাহিত্য শিষ্য বিনেন্দ্রকুমার রায়, হরিনাথের সম্বন্ধে যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে— ‘হরিনাথ উদরান্নের সংস্থানের আশায় সম্পাদকের বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, স্বত্বাধিকারীর মনোরঞ্জনের জন্য ভাড়াটে সম্পাদকের মত তাঁহাকে আত্মসম্মান বিক্রয় করিতে হয় নাই। হরিনাথ বহু অত্যাচারে জর্জরিত নানা অভাবে পীড়িত পল্লী অঞ্চলের অভাব অভিযোগ বিদূরিত করার অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন; আর্তের পরিত্রাণের জন্য উৎপীড়কের দমনের নিমিত্তে তিনি লেখনীর ব্যবহার করিয়াছিলেন। হরিনাথ সংবাদপত্র সম্পাদকগণের আদর্শ ছিলেন। মুদ্রা যন্ত্রের এই অতি প্রসারের দিনে এখনও মফস্বল হইতে কত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু হরিনাথের গ্রামবার্তার মতো বার্তাবহ একালে সর্বদা দেখিতে পাই না।ক্ষ্মক্ষ্মতিনি গ্রামবার্তা পত্রিকায় স্থানীয় নীলকর সাহেব থমাস আইভ্যান কেণীর সাথে জমিদার প্যারিসুন্দরী দেবীর বিরোধের কথা লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে এই বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মীর মশারফ হোসেন রচনা করেছিলেন তাঁর মর্মস্পর্শী রচনা— ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা।’ হরিনাথের রচনা থেকেই আমরা জানতে পারি স্থানীয় জমিদার দের একাংশ রায়তদের পক্ষে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। শুধুমাত্র প্রচার নয়, হরিনাথ আন্দোলনকারী রায়তদের সকল রকম আর্থিক ও আইনি সাহায্য দেয়ার চেষ্টা করেন। সিরাজগঞ্জ পরগনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে সরকার কোনো নালিশ গ্রহণ করছিল না, যদিও তিনি খুবই অত্যাচারী ছিলেন। শেষকালে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা থেকে প্রকাশিত তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ক্যাম্পবেল এই সকল খবরের সত্যতা বিচার করতে পরিদর্শনে আসেন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে অন্য জায়গায় বদলি করে। ফলে হরিনাথের ওপর ব্রিটিশ আমলা রা খুব ক্ষুব্ধ হয়। হরিনাথ মনে করেন যদি ব্রিটিশ সরকারের ওপর মহল চাষীদের এই দুরবস্থা সঠিকভাবে জানতে পারে তাহলে হয়তো দুরবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।

রায়দের দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে হরিনাথ গ্রামবার্তা পত্রিকায় উল্লেখ করেন ভারত থেকে ইংল্যান্ডে সম্পদ রপ্তানি হচ্ছে বলেই ভারত ক্রমান্বয়ে গরিব দেশের রূপান্তরিত হচ্ছে। তিনি সরকারি ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ, সরকারি চাকরির ভারতীয়করণ, শিক্ষা কর বাতিল, পৌরকর হ্রাস করা, প্রভৃতি সংস্কারের প্রস্তাব দেন। তিনি বুঝেছিলেন পৌরকরের বড় অংশ পুলিশ বাহিনীর জন্য খরচ করা হতো। রায়তদের তা কোন কাজে লাগবে না। প্রসঙ্গক্রমে হরিনাথ উল্লেখ করেন, কুমারখালী পৌর করের আওতায় বাটিকামারা গ্রামে এক বিধ্বংসী বন্যার পর গ্রাম সংস্কারের কোন প্রচেষ্টা প্রশাসন করেনি। পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা করেনি। ফলে গ্রামে মহামারী শুরু হয়। কিন্তু দরিদ্র কৃষকেরা নিয়মিত কর প্রদান করত।

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা জন্য হরিনাথ শুধুমাত্র সংবাদদাতা ও পত্রদাতা উপর নির্ভরশীল ছিলেন না তিনি কোন শ্রুতিকথাকে যথাযথ সত্যাসত্য নির্ধারণ না করে পত্রিকায় প্রকাশ করতেন না। তিনি নিজেই বলেছেন ‘আমরা গ্রামবার্তার উপযুক্ত বার্তা জানিবার নিমিত্ত কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে নানাস্থান পরিদর্শন ও দূরস্থগ্রামপল্লী অবসর মতো সময় সময় ভ্রমণ করিয়াছি এবং এই প্রকার ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুর, উলাদি উপনগর পরিদর্শনে তাহার নাম উৎপত্তির কারণ ও প্রাচীন বৃত্তান্ত এবং মেহেরপুর, চাকদহ, উলা প্রভৃতি স্থানের মহামারীর অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম।’

ব্রাহ্মমতে আকৃষ্ট হবার পরেও ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে হরিনাথ তাঁর শিষ্য শিব চন্দ্র বিদ্যার্ণব এর পিতা কুলদানন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।হরিনাথের ভক্তরা হরিনাথকে ‘সিদ্ধ সাধক’ রূপে মান্য করেন। হরিনাথ অসংখ্য বাউল গান ভক্তিমূলক গান রচনা করেছেন। হরিণের ব্রহ্মাণ্ডবেদ ও মাতৃ মহিমা এই দুটি গ্রন্থ মূলত লোকগান ও বাউল গানের ডালিতে সুসজ্জিত। হরিনাথ শৈশবকাল দারিদ্রতার মধ্যে কেটেছে। সারা জীবনই সংগ্রাম ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ৬৩ বছর বয়সে তিনি গুরুতর রূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল এই নির্ভীক ও সৎ সাংবাদিক পরলোকগমন করেন।

তাই পরিশেষে বলা উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার উদারপন্থী মনীষীদের মধ্যে হরিনাথ ছিলেন অন্যতম অগ্রগণ্য। গ্রাম বাংলার দরিদ্র সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর আজীবন সংগ্রাম অনস্বীকার্য। এই অশিক্ষিত সাহিত্যসাধক গ্রামীণপল্লী জীবনে থেকে একটি বিস্ময়কর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব একাধারে ছিলেন সাহিত্য শিল্পী, সংবাদ সাময়িক পত্র পরিচালক, শিক্ষাব্রতী, সমাজ সংস্কারক, নারী কল্যাণকামী রায়ত কৃষক প্রজাপ্রেমী। তাঁকে দারিদ্রতা বা ভয় কখনোই গ্রাস করেনি। মূলত তিনটি ধারায় তার জীবন প্রবাহ বহমান থেকেছে, প্রথমটি সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা, দ্বিতীয়টি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা, তৃতীয়টি জনহিতৈষণা ও ধর্ম সাধনা।তিনি গ্রামীণ সাংবাদিকতা, গ্রামীণ সাক্ষরতা, গ্রামীণ গ্রন্থাগার, গ্রামীণ নারী শিক্ষা প্রসারের পথিকৃৎ ছিলেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সিং নয়, তবে দেশের জার্সিতে কিং হতে চায় ছাতনার যুবরাজ

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

নাম যুবরাজ। নেশা ক্রিকেট। তবে যুবরাজ সিং নন, যুবরাজ বাউরি। বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের জোড়হিড়ার যুবরাজ বাউরিও দেশের হয়ে মাঠে নামতে চান। চোখে মুখে এক ঝাঁক স্বপ্ন। বাড়িতে সাজানো রয়েছে এক ঝাঁক ট্রফি। প্রতিদিন প্র্যাকটিসে যাওয়া। তবে অর্থের অভাবে এখন আর প্রতিদিন প্র্যাকটিসে যাওয়া হয় না।

যুবরাজের বাবা বামাপদ বাউরি দিনমজুরি করে সংসার চালান। যুবরাজের মা শিলা বাউরি একজন গৃহবধূ। যুবরাজ জোড়হিড়া এসসি হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। ছোট থেকেই যুবরাজ ক্রিকেট খেলতে খুব ভালোবাসত। তার বাবা বামাপদ বাউরিও একজন ক্রীড়াপ্রেমী। তাই ছেলের প্রতিভা দেখে নিজের অভাব অনটনের মধ্যেও ক্রিকেট কোচিংয়ে ভর্তি করিয়েছেন বাঁকুড়ার একটি বেসরকারি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। যেখানে কোচিং করান ভারতীয় ক্রিকেটের স্পাইডারম্যান খ্যাত ঋদ্ধিমান সাহা।

তবে বাড়িতে যুবরাজকে সবসময় সাহায্য করে যান তার বাবা-মা। বল হাতে ছেলেকে প্র্যাকটিস করান তার বাবা বামাপদ বাউরি। যুবরাজ একজন বোলিং অলরাউন্ডার। তার আইডল হলেন বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়া, সচিন টেন্ডুলকর এবং সৌরভ গাঙ্গুলি। ঋদ্ধিমান সাহার কাছ থেকে কোচিং পেয়ে তিনি ঋদ্ধিমান সাহার বড়ই ভক্ত হয়ে গিয়েছেন। পেয়েছেন প্রিয় ঋদ্ধিমান স্যারের সই। যুবরাজের বক্তব্যের মধ্যে বারবার ফুটে উঠল প্রিয় ঋদ্ধিমান স্যার

তাকে কতটা সাহায্য করছেন। কতটা নিজের হাতে শিখিয়েছেন।

যুবরাজের বাবা বামাপদ বাউরি বলেন, 'ছেলে যদি ভালো জায়গায় সুযোগ পায় বা যদি একটা স্পন্সরসিপ পাওয়া যায়, তা হলে আমাদের বড়ই উপকার হয়। কারণ বেশ কয়েকদিন আগে কলকাতায় একটি সুযোগ এসেছিল সেখানে ৮ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে একটি পঞ্চাশ রানের দুর্দান্ত পার্টনারশিপ দেয় যুবরাজ। ওখানে সিলেক্টররা জানিয়েছিলেন যুবরাজকে ফ্রিতে কোচিং দেবেন। কিন্তু আমাদের অর্থের অভাবে সেখানে থাকা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যদি একটা সুযোগ পাই। তা হলে ছেলে নিজেকে প্রমাণ করবে এবং যদি কেউ আমাদের পাশে দাঁড়ায়, তা হলে খুব ভালো হয়।'

লিমিট ক্রসে শ্রমিক নেতাদের খেসারতের হুঁশিয়ারি ঋতব্রতর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শনিবার দুর্গাপুরে সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে জেলা শিল্প সমন্বয় বৈঠকে একরাশ গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে শ্রমিক নেতাদের 'লিমিট' বুঝিয়ে দিলেন ঋতব্রত। 'শিল্পবান্ধব পরিস্থিতিতে তাদের দাদাগিরি চলবে না। নেতা খুশি হলে গেট পাস দেবে। কোনও নেতার বাবার সম্পত্তি নাকি গেট পাস। লিমিট ক্রস করবেন না। লিমিট ক্রস করলে খেসারত দিতে হবে। তখন কিন্তু কান্নাকাটি করবেন না।' জেলাস্তরের শিল্প সমন্বয় বৈঠক থেকে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন নেতৃত্বকে সতর্ক করলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি আরও বলেন, কারখানায় নিয়োগ হবে কর্মসংস্থান পোর্টালের মাধ্যমে। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কেউ বা তৃণমূলের কোনও নেতা যদি নিয়োগের ব্যাপারে সুপারিশ করতে যান, তা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শনিবার বিকেলে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে জেলাস্তরের শিল্প সমন্বয় বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি রাজ্যের পঞ্চায়েত গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোল দুর্গাপুর-উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, জেলাশাসক পন্নামবলাম এস, পুলিশ কমিশনার সুনীল চৌধুরী, প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সনে অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পশ্চিম বর্ধমান জেলার ক্ষুদ্র মাঝারি ও ছোট কারখানা কর্তৃপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে এই বৈঠক হয়।

ফলক বসার ৯ বছর পরও রাস্তা হয়নি!

যাতায়াতেও টনক নড়েনি তৃণমূল প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: একমাস দু'মাস নয় ফলক বসেছে রাস্তা তৈরির জন্য ৯ বছর হল। এখনও পর্যন্ত সেই রাস্তা হয়েনি বলে অভিযোগ। নিত্যদিন এলাকার মানুষকে পড়তে হচ্ছে সমস্যার মধ্যে। ঘটনাটি কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালা উত্তরপাড়ার। পাড়ার মানুষজন ও গ্রামের মানুষজন এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙেছে। গুরুতর আঘাত পেয়েছেন বহু মানুষজন। তালা গ্রামেই বাড়ি বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের। তাঁকেও জানানো হয়েছে। তিনি নিজেও যাতায়াত করেন এই রাস্তা দিয়ে। তবুও টনক নড়েছে না প্রধান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের।

তালা গ্রামের বাসিন্দা মাধন ঘোষ বলেন, কালনা ২ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি কালনা বিধানসভার বিধায়ক সকলকেই জানানো হয়েছে। ভোটের আগে তাঁরা এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে ভোট প্রচারও করেছেন। তা সত্ত্বেও কোনও এক অজানা কারণে রাস্তাটি হচ্ছে না। এই রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করে স্কুল ছাত্রছাত্রী থেকে রোগীরা। যাতায়াত করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মধ্যেই পড়ে গিয়ে গুরুতর ভাবে জখম হচ্ছে। শুধু তাই নয় রোগী নিয়ে যেতে হলে রোগীর পরিবার পরিজন থেকে সকলেই চিন্তায় পড়েন যে কী করে নিয়ে যাবেন সেই রাস্তা দিয়ে। এই রাস্তা দিয়ে রোগী নিয়ে যেতে গিয়ে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। নিত্যদিনই বৃষ্টি হচ্ছে আর সামান্য বৃষ্টিতে হাঁটু জল দাঁড়িয়ে যায় রাস্তার ওপর। তালা গ্রামের উত্তরপাড়ার মানুষজনের দাবি অবিলম্বে যাতে রাস্তাটি তৈরি করা হয়।

কালনা ২ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বলেন, বিষয়টা নজরে এসেছে এবং মুখ্যমন্ত্রীকেও এ বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন গ্রামের মানুষ। বিডিও অনিরুদ্ধ মণ্ডল বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাস্তাটি তৈরি করা হবে।

প্রধানের বিরুদ্ধে রাস্তার ধারের গাছ কাটার অভিযোগে থানায় বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে রাস্তার ধারে থাকা গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠল। এই বিষয়ে কালনা থানার দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। যাকে নিয়ে শুরু হয়েছে তৃণমূল বিজেপি তরজা।

শুক্রবার বিকেলে এলাকায় থাকা গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ জানিয়েছেন বিজেপি নেতা পার্থপ্রতিম তা। বেশ কয়েক মাস আগে এই বিষয়টি নিয়ে বিডিওর কাছেও অভিযোগ করেছিলেন বিজেপি কর্মীরা। এই সময় তৃণমূল দাবি করেছিল, সদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের জন্য বেঞ্চের প্রয়োজনে এই গাছগুলি কেটে তাদেরকে পাঠানো হবে। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা বৃন্দাবন পণ্ডিত আরটিআই করে জানতে পারেন সদানন্দ মহাবিদ্যালয় থেকে কোনও

রকমই আবেদন জানানো হয়নি পঞ্চায়েতে বেঞ্চের জন্য। একই সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রধান কোনও রকম অনুমতি দেননি গাছ কাটার জন্য। কিন্তু একটি চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, পঞ্চায়েত প্রধান স্বয়ং পঞ্চায়েতের প্যাডে গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছেন।

পঞ্চায়েত প্রধানের এমনই দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলে কালনা থানার দারস্থ বিজেপি কর্মীরা। ঘটনা প্রসঙ্গে শনিবার পঞ্চায়েত প্রধান ক্যামেরার সামনে কিছুই বলতে রাজি হননি। কালনা দু'নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব রায় বলেন, প্রধান গাছ কেটে নিলে সেটা বিডিও, এসডিও দেখবেন, মিথ্যা অপপ্রচার করে কোনও লাভ হবে না, আগামী বিধানসভা ভোটে তাদের ১০-১২ শতাংশ ভোট নিয়ে কালনার বিধানসভায় সভায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে বিজেপিকে। এই প্রসঙ্গে শনিবার কালনা দু'নম্বর ব্লকের বিডিও অনিরুদ্ধ মণ্ডল বলেন, নতুন করে তাঁর কাছে আর কোনও অভিযোগ আসেনি, তবে থানায় অভিযোগ হয়েছে সেটি জানা গিয়েছে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে সহবাস, অভিযুক্ত ধৃত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: সামাজিক মাধ্যমে পরিচয় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ। অশ্লীল ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল করে কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ। গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। উত্তর ২৪ পরগনা বনগাঁ থানা এলাকার এক ডিভোর্সি মহিলা শুক্রবার বনগাঁ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ, মুর্শিদাবাদের কান্দির বাসিন্দা সাগর রাজবংশী সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে আলাপ হয়েছিল তাঁর। সেখান থেকেই প্রেমের সম্পর্ক। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সহবাস করেন এবং অশ্লীল ছবি তুলে বিভিন্ন সময় তাঁকে ব্ল্যাকমেল করে তিন লক্ষ টাকা হাতিয়েছিলেন এই ব্যক্তি। তাঁর শাস্তির দাবি তুলে বনগাঁ থানার দ্বারস্থ হন মহিলা। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার ভোররাতে কান্দি এলাকা থেকে অভিযুক্ত সাগর রাজবংশী ৪২ বছরকে গ্রেপ্তার করেছে বনগাঁ থানা পুলিশ।

ডেঙ্গুর থাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দু'-একদিনের বৃষ্টির পরেই বাঁকুড়ায় ডেঙ্গুর থাবা। এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন দু'জন, দাবি পুরসভার। বর্ষার আগেই ডেঙ্গুর দেখা মিলল বাঁকুড়া শহরের দু'টি ওয়ার্ডে। খবর পেতেই আসরে নেমেছেন পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা। ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত রুখতে জোর তৎপরতা পুরসভার। ডেঙ্গু ঠেকাতে সবধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানাল পুরসভা।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নিউ দিল্লি বেঞ্চ IV, নিউ দিল্লি সমীপে
ফর্ম নং এনসিএলটি ৩এ
আবেদন বিস্তারিত বিজ্ঞাপন
[২০১৬ সালের ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল রুলসের রুল ৩৫ অধীনে]
কোম্পানি আবেদন নং CA(CAA)No.14/2024 সালের
সংযুক্ত
কোম্পানি আবেদন নং ৭২-২০২৩ সালের
সংযুক্ত
হস্তান্তর আবেদন নং ৪১/এনডি/২০২২
মধ্যে
কোম্পানি আবেদন নং CA(CAA)44/KB/2022

মেসার্স জয়ন্ত ফ্যানজেন লাইটিং ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
CIN U31500WB2005PTC106390
রেজিস্টার্ড অফিস : ডেসটিনি টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ২এফ, ৩য় তল, টি ২৩ চিনার পার্ক, রাজারহাট, গোপালপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৩৬
....আবেদনকারী কোম্পানি নং ১/হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং ১
এবং
মেসার্স আস্থা নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড
CIN U70200WB2009PTC136252
রেজিস্টার্ড অফিস : কোয়ার্টার : এ৪/১, পো. বার্নপুর, থানা - হীরাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩২৫
....আবেদনকারী কোম্পানি নং ২/হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং ২
এবং
মেসার্স ভিক্টরি ট্রেডকম প্রাইভেট লিমিটেড
CIN U74900WB2009PTC136753
রেজিস্টার্ড অফিস : ফ্ল্যাট নং এ-৬, ৪র্থ তল, ৪৭০, পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৮
....আবেদনকারী কোম্পানি নং ৩/হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং. ৩
সহিত
মেসার্স ইউটিসি ইনফ্রাডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড
CIN U70101DL2011PTC212518
রেজিস্টার্ড অফিস : এফ-১০৯৮ বেসমেন্ট, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯
...আবেদনকারী কোম্পানি নং ৪/অধিগ্রহণকারী কোম্পানি

আবেদন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধার ২৩০ এবং ২৩২ এবং তৎসহ পঠিত অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান অধীনে আবেদনকারী মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, নিউ দিল্লি বেঞ্চ, সমীপে উক্তানামী আবেদনকারী কোম্পানিগুলির মধ্যে সংযুক্ত প্রকল্প সম্পাদনের অনুমোদন যাচনা করেছে।

সংশ্লিষ্ট **২১.১১.২০২৩** তারিখের নির্দেশ মোতাবেক মহামান্য ট্রাইবুনাল নির্দেশ দেন আবেদনকারী কোম্পানিগুলিকে ফর্ম সিএএ-৩ অধীনে নোটিশ সংশ্লিষ্ট বিধিবদ্ধ এবং বিধি অধীন কর্তৃপক্ষকে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ২৩০(৫) অধীনে জারি করতে। উক্ত নির্দেশ অনুসারে পূর্বের নোটিশগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ/নিয়ন্ত্রকগণের কাছ থেকে আপত্তি নেই শংসাপত্র গৃহীত হয়।

পরবর্তীতে আবেদনকারী কোম্পানিগুলির ডিরেক্টর বোর্ড প্রকল্পে কিছু মুদ্রণ প্রমাদ লক্ষ্য করেন, বিশেষত অনুচ্ছেদ ১ এবং ২ পরিমেল ১১.৩ শীর্ষক "অধিগ্রহণকারী কোম্পানি কর্তৃক শেয়ার ইস্যু", সেখানে অনবধানতার কারণে শেয়ার হস্তান্তরের হার এর ক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং ১ এবং হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং ২ এক মধ্যে পরিবর্তন হয়ে যায়। সঠিক শেয়ার হস্তান্তরের হার যা ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং নথিভুক্ত মূল্যায়ক কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত মতে :

"প্রতিটি ১০ টাকার ২৫৯ ইকুইটি শেয়ার অধিগ্রহণকারী কোম্পানিকে বন্টন করা হবে প্রতিটি ১০ টাকার প্রতি ৫ ইকুইটি শেয়ারের জন্য হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং ১ কর্তৃক অধিগৃহীত অনুযায়ী এবং পরিমেল ১১.৩(২) অনুযায়ী প্রতিটি ১০ টাকার ২১ ইকুইটি শেয়ার অধিগ্রহণকারী কোম্পানিকে বন্টন করা হবে হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং ২ এর অধীনে থাকা প্রতিটি ১০ টাকার ইকুইটি শেয়ার প্রতি ২০ ইকুইটি শেয়ারের জন্য।"

সংশ্লিষ্ট সংশোধনী ব্যতীত সংযুক্তি প্রকল্পে **অন্য কোনও পরিবর্তন নেই।**

সংশ্লিষ্ট মতে আবেদনকারী কোম্পানিগুলি সংশোধিত আবেদন নং সিএ(সিএএ)/১৪/২০২৪ দাখিল করেছে মহামান্য ট্রাইবুনাল সমীপে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তিত হার সহ অনুমোদনের জন্য। মহামান্য ট্রাইবুনাল এর নির্দেশ তারিখ **২৯.০৪.২০২৫** অনুযায়ী আবেদনকারী কোম্পানিগুলি যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের নিকট নতুন করে নোটিশ প্রেরণ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডার এবং বিনিয়োগকারীগণের কাছ থেকে নতুন করে হলফনামা দ্বারা অনুমোদন সংগ্রহ করেছে। কোন্য ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আবেদন/পিটিশন/বিষয়ে সমর্থন বা আপত্তি করতে চাইলে আবেদনকারীর অ্যাডভোকেট এর নিকট নিজ বা অ্যাভোকেটের স্বাক্ষর, নাম এবং ঠিকানা সহ আবেদনকারীর পিটিশন আবেদন/বিষয়ের আপত্তি সম্বলিত এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ হলফনামা সহ সংশ্লিষ্ট পিটিশন/আবেদন/বিষয়ের শুনানির তারিখের অন্তত দুই দিন পূর্বে আবেদনকারী অ্যাডভোকেটের নিকট পৌঁছাতে হবে।

মহামান্য ট্রাইবুনাল সমীপে আবেদনের পরবর্তী শুনানির তারিখ ০১.০৭.২০২৫ নির্ধারিত হয়েছে। কোনও আপত্তি সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে গৃহীত না হলে, সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত সংযুক্তি প্রকল্প বিষয়ে কোনও আপত্তি নেই বলে গণ্য করা হবে।

পিটিশন/আবেদন/বিষয়ের একটি কপি নির্ধারিত শুল্ক আদায় দিয়ে যেকোনও ব্যক্তি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

স্বা/-
পিএনএএম অ্যান্ড কোং এলএলপি
এফ-১৪/১৫, তৃতীয় তল, শিবম হাউস, মিডল সার্কেল,কনট প্লেস, নিউ দিল্লি- ১১০০০১
মোবাইল নং : ৯৯৯৯৩৬৬৬০৭/৯৮৯৯১৯৯১২০
Complianceandlegal@Pnam.Co
তারিখ : ০১.০৬.২০২৫
স্থান : দিল্লি

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কাশিমবাজার শাখা
৪৬/৬, বাবুল বোনা রোড, পো. এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০১
ইমেল : C642@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"** ০৯.০৭.২০২৫ **অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কাশিমবাজার শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১,৩৩,২৩,৬৬১.০০ টাকা** (এক কোটি তেত্রিশ লাখ তেইশ হাজার ছশো একষট্টি টাকা) (বিবি + এমওআই = ১,২৪,০৯,৬৩২.০০ টাকা + ৯,১৪,০২৯.০০ টাকা) **২৯.০৫.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স টি এস এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতী তুলসী সাহা,** ৯৫/১, পিলখানা রোড, রানীবাগান, পো. এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা : মেসার্স টি এস এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি তুলসী সাহা,** ৯৫/১, পিলখানা রোড, রানিবাগান, পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১। **২. স্বত্বাধিকারী তথা জামিনদাতা : শ্রীমতি তুলসী সাহা,** স্বামী শ্রী মণিমোহন সাহা, ৯৫/১, পিলখানা রোড, রানিবাগান, পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১। **৩. জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী মণিমোহন সাহা,** পিতা মুকুন্দ লাল সাহা, ৯৫/১, পিলখানা রোড, রানিবাগান, পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১। **খ) কাশিমবাজার শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন **শ্রী মণিমোহন সাহার নামে** ৯৫/১, পিলখানা রোড, রানিবাগান, পো এবং থানা : বহরমপুর, , এমএসডি- ৭৪২১০১, মোট এরিয়া পরিমাণ ১.৫৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : গড় বহরমপুর, জেএল নং ৯১, প্লট নং (আরএস এবং এলআর) ৭৩৭/৮৪৩, খতিয়ান নং আরএস ৩২৬, এলআর ৩০৯৮, শ্রেণি : ভিটা, এরিয়া ১.৫৫ ডেসিমেল উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-২১৫৪/২০০০ তারিখ ১৩.০৩.২০০০। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মণিমোহন সাহার সম্পত্তি, দক্ষিণে : লে আউট প্লট নং ২, পূর্বে : পিলখানা রোড, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	**১,৩৩,২৩,৬৬১.০০ টাকা** (এক কোটি তেত্রিশ লাখ তেইশ হাজার ছশো একষট্টি টাকা) (বিবি + এমওআই = ১,২৪,০৯,৬৩২.০০ টাকা + ৯,১৪,০২৯.০০ টাকা) **২৯.০৫.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৩৯,৬৯,৯০০.০০ টাকা (*)** (উনচল্লিশ লাখ উনসত্তর হাজার নশো টাকা) **খ) ৩,৯৬,৯৯০.০০ টাকা** (তিন লাখ ছিয়ানব্বই হাজার নশো নব্বই টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30094751250** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৯.০৭.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৯.০৫.২০২৫
স্থান- কাশিমবাজার
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
(পূর্বতন গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড প্রাইভেট লিমিটেড অ্যান্ড গণেশ ইন্টারন্যাশনাল নামে পরিচিত)
CIN: L46620WB2024PLC268366
গদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ১০ম তল, স্ট্রিট নং ১৮, ব্লক ইপি অ্যান্ড জিপি
সেক্টর ৫, সল্টলেক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯১

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস, ছয় মাস এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত
২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) অনুযায়ী
(ইপিএস ব্যতীত লাখ টাকায়)

বিবরণদি	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	ছয় মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	ছয় মাস সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	ছয় মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪
	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
মোট রাজস্ব	১৬,০৮৭.৭৬	১৪,৯৪১.৮৯	৫,১২৬.৯৯	৩১,০২৯.৬৫	২৩,২২৬.২২	৫,১২৬.৯৯	৫৪,২৫৫.৮৭	৫,১২৬.৯৯
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	১,৫৫৮.৯৫	১,৫১৬.৫২	৫৫৯.১৪	৩,০৭৫.৪৭	২,২৬১.৮৬	৫৫৯.১৪	৫,৩৩৭.৩৩	৫৫৯.১৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,৫৫৮.৯৫	১,৫১৬.৫২	৫৫৯.১৪	৩,০৭৫.৪৭	২,২৬১.৮৬	৫৫৯.১৪	৫,৩৩৭.৩৩	৫৫৯.১৪
নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী	১,১৬১.৭০	১,১৩৩.৭৯	৩৯৫.৩৭	২,২৯৫.৪৯	১,৭০৯.৫৫	৩৯৫.৩৭	৪,০০৫.০৪	৩৯৫.৩৭
আদায়দত্ত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ৫ টাকা প্রতিটি)	২,১৩৬.০৭	২,১৩৬.০৭	১,০৯৭.৭৮	২,১৩৬.০৭	১,৫৪২.২৩	১,০৯৭.৭৮	২,১৩৬.০৭	১,০৯৭.৭৮
শেয়ার পিছু আয় (প্রাথমিক মূল্য ৫ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) ক) মূল	৩.৩৬	৩.২৮	৩.৬৩	৬.৬৪	৫.৫৪	৩.৬৩	১১.৫৯	৩.৬৩
খ) মিশ্র	৩.৩৬	৩.২৮	৩.৬৩	৬.৬৪	৫.৫৪	৩.৬৩	১১.৫৯	৩.৬৩

দ্রষ্টব্য :
১. ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উক্ত বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত অডিট কমিটি কর্তৃত পর্যালোচিত এবং ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট ২৫/০৪/২০২৫ তারিখের সভায় এবং যা ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংশোধিত অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। ছয় মাসের অর্থাঙ্কও অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট ৩০ মে ২০২৫ তারিখের সভায়।
২. ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস, ছয় মাস এবং বর্ষের উক্ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com থেকে। উক্ত ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত কিউআর কোড স্ক্যান করেও দেখা যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড
স্বা/-
বিভোয়ার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান, এমডি এবং সিইও
ডিন : ০২৩৩১৪৬৯
তারিখ : ৩০.০৫.২০২৫
স্থান : কলকাতা

মাগুরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
মাগুরা,পান্ডুয়া,হুগলী
রেজিঃ নঃ-২০(এইচ.জি.) তারিখ- ১৫.০৩.১৯৬৬

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অত্র সমিতির সদস্যগণকে জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য আগামী **ইং ২৯/০৬/২০২৫ তারিখ রবিবার (বাংলা ১৪ই আষাঢ় ১৪৩২)** ভোট গ্রহণ করা হইবে। নির্বাচন ক্ষেত্র ও পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যার তালিকা বিজ্ঞাপ্তির সহিত দেওয়া হইল।সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১। তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং সমবায় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ -এর প্রনিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হইবে। নির্বাচনী নির্ঘন্ট বিজ্ঞপ্তির সহিত সংযোজিত হইল। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া ভোটদানের জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে।

ধন্যবাদান্তে-
স্থান : পান্ডুয়া
তারিখ: ৩০/০৫/২০২৫
স্বা/- সন্দীপ নিয়োগী
সমবায় পরিদর্শক,পান্ডুয়া ব্লক

নির্বাচন নির্ঘন্ট

ক্রম	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৩/০৬/২০২৫	বৈকাল ৪ টা	সমিতির অফিসগৃহ
২	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র বিলি	০৯/০৬/২০২৫	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৩	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা	০৯/০৬/২০২৫ হইতে ১০/০৬/২০২৫	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১২/০৬/২০২৫	বেলা ১২টা হইতে	সমিতির অফিসগৃহ
৫	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	১২/০৬/২০২৫	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর	সমিতির অফিসগৃহ
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	১৩/০৬/২০২৫	মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া হইতে ১৩/০৬/২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৭	চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ	১৩/০৬/২০২৫	বৈকাল ৪ টা	সমিতির অফিসগৃহ
৮	প্রার্থীদের সহিত সভা (প্রয়োজন থাকিলে)	২০/০৬/২০২৫	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ১টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৯	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের তারিখ	২৯/০৬/২০২৫	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
১০	ভোট গণনা	২৯/০৬/২০২৫	নির্বাচনের অব্যাহতির পর	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
১১	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের ফল প্রকাশ	২৯/০৬/২০২৫	ভোট গণনার অব্যাহতির পর	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে

স্বা/- অভিজিৎ বিশ্বাস
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
মাগুরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

স্বা/- শক্তিব্রত সরকার
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
মাগুরা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

দেপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
নিবন্ধন সংখ্যা-৫১/এইচ.জি. তারিখঃ২৮/০৩/৬০
গ্রাম-দেপাড়া, পোঃ-ইলছোবা-মন্ডলাই, জেলা-হুগলী,৭১২১৪৬

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ-এর আদেশনামা নং ১১২৫ তারিখ ২৪/০৯/২০২৪-দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে,আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী, দেপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্য কে জানাচ্ছি যে, আগামী **ইংরাজি ২৯/০৬/২০২৫(রবিবার) সকাল ১১ টায় সমবায় সমিতির কার্যালয়ে** নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী(সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।
আলোচ্যসূচি : পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখ : ০১/০৬/২০২৫
স্থান :দেপাড়া,পান্ডুয়া।
স্বাঃ/-**(সন্দীপ নিয়োগী)**
সমবায় পরিদর্শক, পান্ডুয়া উন্নয়ন ব্লক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

১. পরিচালক পদের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য ।পরিচালক পদের মোট সংখ্যা-১২। উপবিধিতে উল্লিখিত পরিচালক পদ-৯,তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি পরিচালক পদ(সংরক্ষিত) -১,মহিলা পরিচালক পদ (সংরক্ষিত) -২।
২. নির্বাচন সূচীঃ-

ক্রম	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ	০৯/০৬/২০২৫ (সোমবার) ও ১০/০৬/২০২৫ (মঙ্গল বার)	সমিতির কার্য্যালয়	দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ৩ টা
২	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	০৯/০৬/২০২৫(সোমবার) ও ১০/০৬/২০২৫(মঙ্গল বার)	সমিতির কার্য্যালয়	দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ৩ টা
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১২/০৬/২০২৫(বৃহস্পিতবার)	সমিতির কার্য্যালয়	দুপুর ১২ টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১২/০৬/২০২৫(বৃহস্পতিবার)	সমিতির কার্য্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ১৩/০৬/২০২৫ (শুক্রবার) বিকাল তিনটার পুর্বে	সমিতির কার্য্যালয়	১৩/০৬/২০২৫ (শুক্রবার) বিকাল তিনটার পুর্বে
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৩/০৬/২০২৫(শুক্রবার)	সমিতির কার্য্যালয়	১৩/০৬/২০২৫ (শুক্রবার) বিকাল তিনটার পর
৭	নির্বাচনের তারিখ,স্থান ও সময়	২৯/০৬/২০২৫(রবিবার)	১)সমিতির কার্য্যালয় ২)আশুয়া আচারপাড়া আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩)আঁইচগড় প্রাথমিক বিদ্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত
৮	ভোট গণনা	২৯/০৬/২০২৫(রবিবার)	সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র	ভোট গ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর
৯	ভোটের ফল প্রকাশ	২৯/০৬/২০২৫(রবিবার)	সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র	ভোট গণনা শেষ হবার অব্যবহিত পর

৩. ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বিবরণঃ-

ক্র.নং	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম	ভোটগ্রহন কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত গ্রামের নাম
১	দেপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির কার্য্যালয়,রুম নং-১	দেপাড়া মোদের পাড়া,দিঘীর পাড়া,দক্ষিণ পাড়া।
২	দেপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির কার্য্যালয়,রুম নং-২	দেপাড়াগান্ধীঘর,গলিপাড়া,কোলপাড়া,ঝিটরেপোতা,হঠাৎ পাড়া,হালদার পাড়া
৩	আশুয়া আচারপাড়া আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়,রুম নং-১	বলরামপুর, আচারপাড়া, আশুয়াগড়, আশুয়াগড় হিন্দুপাড়া, মোড়লপাড়া, মাঝিপাড়া, বাগানপাড়া, দক্ষিণপাড়া, রায়পাড়া, বৈকুন্ঠপুর, পাথরঘাটা ও তৎসংলগ্ন এলাকা
৪	আঁইচগড় প্রাথমিক বিদ্যালয়,রুম নং-১	আঁচগড় উত্তরপাড়া, গাবতলা, হাটতলা, দক্ষিণপাড়া, মুসলিমপাড়া, তাঁতিপাড়া, পূর্বপাড়া, দাসপাড়া, ঘোষপাড়া, নপাড়া

৪. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্য পদের বয়স অন্তত এক(১) বছর হতে হবে। সমিতির কোন ঋণ খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না।এছাড়া তাকে পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪সি(১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম ৪২(সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৫. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক(কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৬. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৭. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৮. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থক কে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক কিংবা সমর্থক হতে পারবেন না।
৯. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
১০.ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর নিয়ম অনুযায়ী ভোটপত্রে প্রার্থীর নাম বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষায় লেখা থাকবে এবং নাম ইংরাজি বর্ণমালার বর্ণক্রমে(এ থেকে জেড) সাজান থাকবে
১১. কোন সদস্য/ ভোটার /প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাঃ/- **রাজু ঘোষ**
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
দেপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
তারিখ : ০১/০৬/২০২৫
স্থান: দেপাড়া,পান্ডুয়া।

শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানে 'প্রিন্সিপাল অব দ্য ইয়ার' মোশারফ

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

লাউদোহা: শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান তৈরি করে নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সর্বভারতীয় মঞ্চে তুলে পুরস্কার নিলেন রাজ্যের দুই আইটিআই কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁর মধ্যে একজন খনি অঞ্চল দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের তিলাবনি গ্রামের বাসিন্দা সৈয়দ মোশারফ হোসেন। মোশারফ শুধু রাজ্যের মুখই উজ্জ্বল করলেন না পাশাপাশি খনি অঞ্চল দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের তিলাবনি গ্রামের মানুষের মুখ উজ্জ্বল করল।

শনিবার, মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে এই দুই শিক্ষাবিদকে এশিয়া এডুকেশন কনক্লেভ অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫-এ 'প্রিন্সিপাল অব দ্য ইয়ার' পুরস্কারে সম্মানিত করা হল। এঁরা হলেন পূর্বস্থলি-২ গভঃ আইটিআইয়ের প্রিন্সিপাল সৈয়দ মোশারফ হোসেন এবং তেহট্ট গভঃ আইটিআইয়ের প্রিন্সিপাল স্বস্তিকা পাল। রাজ্যের কারিগরি শিক্ষার হাল বেহাল, এমন অভিযোগ যাঁরা করেন, তাঁদের সমালোচনার জবাব রাজ্য সরকারের এই আইটিআই কলেজের এই সাফল্য দেবে বলেই মনে করছে শিক্ষামহল। মূলত ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে মাল্টি স্কিল করে এই দুই সরকারি কলেজ সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পেল বলেই মনে করছে তারা। সর্বভারতীয় মঞ্চে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আদর্শ শিক্ষক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের সম্মানিত করা হয়।

এবার সেই মঞ্চে রাজ্যের দুই সরকারি কারিগরি কলেজের অধ্যক্ষকে 'প্রিন্সিপাল অব দ্য ইয়ার' সম্মানে সম্মানিত করা অবশ্যই ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। পূর্বস্থলি-২ গভঃ আইটিআইয়ের প্রিন্সিপাল সৈয়দ মোশারফ হোসেন নিজে ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা, বি.টেক এবং এম.টেক ডিগ্রি অর্জন করেছেন। মহিলা সুরক্ষার বিশেষ জুতা আবিষ্কারের জন্য ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস এবং এশিয়া বুক অব রেকর্ডসে 'ইনোভেটিভ উইমেন্স সেফটি শু ডিভাইস বাই অ্যা টিন' উদ্ভাবনের জন্য স্বীকৃতি প্রাপ্ত ও Jackhi Book of World Recordsé-এ "Young Scientist ২০২২ পুরস্কারপ্রাপ্ত। তাঁর কলেজে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষার্থীদের ২১ শতকের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গঠনমূলক ও যুগোপযোগী শিক্ষাদানের জন্য এই সম্মান বলে জানা গিয়েছে।

এই সম্মাননা তুলে দেন ইউকে নিবাসী ডঃ মরিস কেনেথ ডিমক, গ্লোবাল শিক্ষা পরামর্শদাতা এবং বিশ্বব্যাংক প্রকল্প অবদানকারী এবং ডঃ নাতাশা মেন্টা, প্রধান অ্যাকাডেমিক গবেষণা ও উন্নয়ন, আলোকস্তম্ভ শিক্ষা, যিনি ৫২টি বইয়ের লেখকও। স্বাভাবিক ভাবেই এই স্বীকৃতিতে খুশি মোশারফবাবু ও স্বস্তিকা দেবী। তাঁরা আগামী দিনেও এই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থাকা স্কিল গ্যাপকে নির্মূল করে তাঁদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণে বিশেষ আগ্রহী। তাঁদের আশা, এভাবেই রাজ্যের বেকারত্বের সংখ্যা অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে। এই দুই তরুণ ও তরুণী পূর্বস্থলি-২ গভঃ আইটিআইয়ের প্রিন্সিপাল সৈয়দ মোশারফ হোসেন এবং তেহট্ট গভঃ আইটিআইয়ের প্রিন্সিপাল স্বস্তিকা পাল রাজ্যের গর্ব।

'অপারেশন সিঁদুর' নামে এবার মিষ্টি দেখা গেল হাওড়ার কুলগাছিয়ার একটি মিষ্টির দোকানে। দাম কুড়ি টাকা প্রতিটি। আর বলাই বাহুল্য বেজায় হিট এই মিষ্টি। বিকোচ্ছে দেদার। মূলত মহিলারাই ক্রেতা এই মিষ্টির।

সেচ দপ্তরে জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির মেয়ের চাকরি, বিতর্ক

সমাজ মাধ্যমে পোস্ট রাজ্য বিজেপি সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সেচ দপ্তরে জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির মেয়ের চাকরি ঘিরে বিতর্ক। এক্স হান্ডেলে পোস্ট রাজ্য বিজেপি সভাপতির। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোম অ্যান্ড হিল অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টে নিয়োগের নির্দেশে শাসক দলকে তোপ বিজেপির। 'আমার কোটা রয়েছে সেখান থেকে চাকরি দিয়েছি', পালটা দাবি মন্ত্রীর।

রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রীর পার্সোনাল অ্যাটেনডেন্টের চাকরি নিয়ে বিতর্ক। ওই দপ্তরের অধীনে চাকরি পেয়েছেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির মেয়ে আসিফার শবনম। আর সেই নির্দেশ এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন, যেখানে লক্ষ লক্ষ মেধাযুক্ত চাকরিপ্রার্থীরা আন্দোলন করছেন, তখন এই ভাবেই রাজ্যের সেচ ও জলপথ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দলের সভাপতির মেয়েকে চাকরি দিচ্ছেন।

দক্ষিণ মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ির অভিযোগ, স্বজনপোষণ হচ্ছে। পরিবারের লোকেদের কাজ পাইয়ে দেওয়া তৃণমূলের কালচার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাই বলুন না কেন তাঁর দলের লোকেরা স্বজনপোষণ করবেন। রাজ্যের সেচ ও জলপথ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানান, তিনি কাকে চাকরি দেবেন এটা তাঁর এবং দলের ব্যাপার। সুকান্ত মজুমদারের যদি এত খারাপ লাগে তা হলে ওঁর ছেলের নামটাও পাঠান, সেটাও দেখব বলে জানিয়েছেন তিনি।

এই বিষয়ে জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, তাঁর মেয়ে বিবাহিত অন্যত্র থাকেন। কী ভাবে চাকরি হয়েছে সে বিষয়ে তিনি জানেন না। এটা তাঁর মেয়ে এবং সাবিনা ইয়াসমিন বলতে পারবেন।

টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড

TITAGARH

(পূর্বেকার টিটাগড় ওয়াগনস লিমিটেড)

রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৬
কর্পোরেট অফিস: টিটাগড় টাওয়ার্স ৭৫৬ আনন্দপুর, ই.এম-বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭, **CIN: L27320WB1997PLC084819**
টেলি: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-৪০১৯ ০৮২৩, ই-মেল: corp@titagarh.in ওয়েবসাইট: www.titagarh.in

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		৩১ মার্চ, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৪ (নিরক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ, ২০২৪ (নিরক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,০০৩.৬৪	৯০২.১৮	১,০৫২.৪১	৩,৮৮৫.৮২	৩,৮৫৩.৩০	১,০০৫.৫৭	৯০২.১৮	১,০৫২.৪১	৩,৮৬৭.৭৫	৩,৮৫৩.৩০
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর ও ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	১০৬.৯৯	৯৫.১০	১১১.৯৯	৪১১.৫৬	৩৯৭.০৫	১০১.০৯	৯৫.১০	১১১.৯২	৪০৫.৬৬	৩৯১.১৮
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	১০৬.৯৯	৯৫.১০	১১১.৯৯	৪১১.৫৬	৩৯৭.০৫	১০১.০৯	৯৫.১০	১১১.৯২	৪০৫.৬৬	৩৯১.১৮
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৭৮.০৬	৬৮.৯৪	৮৩.৪১	৩০৩.৪৩	২৯৬.৯১	৬৪.৪৫	৬২.৭৭	৭৮.৯৫	২৭৪.৯২	১৩,৪৬৩.৩৩
৫	সময়কাল -এর জন্য মোট অন্যান্য ব্যাপক আয়	(১.৮৮)	১.৫১	০.০৫	(১.৪৭)	০.০৬	(১.৬৪)	১.১৯	(০.২৫)	(১.৩২)	০.৩২
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩	২৬.৯৩
৭	সংরক্ষণ (নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত				২,৪৯২.৮১	২,২০১.২৯				২,৪৫৬.০৫	২,১৯১.৪০
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ২/- টাকা)										
	মূল	৫.৮০	৫.১২	৬.৫৫	২২.৫৩	২৩.৩০	৪.৭৯	৪.৬৬	৬.২০	২০.৪১	২২.৪৬
	মিশ্রিত	৫.৭৯	৫.১২	৬.৫৫	২২.৫১	২৩.৩০	৪.৭৮	৪.৬৬	৬.২০	২০.৩৯	২২.৪৬

দ্রষ্টব্য
১. কোম্পানির জন্য চিহ্নিত রিপোর্টযোগ্য অপারেটিং বিভাগটি হ'ল ''মালবাহী রেল সিস্টেম" (যার মধ্যে জাহাজ নির্মাণ, সেতু এবং প্রতিরক্ষা অন্তর্ভুক্ত) এবং ''যাত্রীবাহী রেল সিস্টেম"।
২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট: **www.bseindia.com / www.nseindia.com;** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.titagarh.in** -তে পাওয়া যাবে।
৩. পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি ২/- টাকা মূল্যের প্রতিটি ইকুইটি শেয়ারের জন্য ৫০% (১/- টাকা) হারে লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে। পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা সুপারিশকৃত লভ্যাংশ কোম্পানির আসন্ন বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদনের সাপেক্ষ।
৪. উপরের ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে ৩০ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায়। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও একই মূল্যায়ন করা যেতে পারে :

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ মে, ২০২৫

ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে
অনিল কুমার আগরওয়াল
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড

CIN: L27106WB1996PLC076866
রেজিস্টার্ড অফিস: মৌজা- চামরাইল, এনএইচ ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১৪
ই-মেল: info@aanchalispat.com, টেলি:০৩২১২-২৪৬১২১, **ওয়েবসাইট:** www.aanchalispat.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত টাকায় অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৩,৪৬৩.৭৫	৩,৩৮৩.৯৬	৪,৭২৬.২৮	১৫,১৩০.১৩	১০,৯৩৯.০৫
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর , ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পূর্ববর্তী	(৪৯৯.৭০)	(২১.৪৪)	(৮.৭৭)	(৫৩৫.৩৮)	(৭৫৪.২১)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	(১,৭৫৫.০৮)	(২১.৪৪)	(৮.৭৭)	(১,৭৯০.৭৬)	(৭৫৪.২১)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(১,৩০৪.৫৫)	(২১.৪৪)	১২০.৬৩	(১,৩৪০.২৩)	(৬২৪.৮১)
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী) পর পরবর্তী	(১,২৯৬.৪০)	(২১.৪৪)	১২০.১৫	(১,৩৩২.০৯)	(৬২৫.২৯)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পূর্ব বর্ষে ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)					
মৌলিক : (টাকায়)	(৬.২৬)	(০.১০)	০.৫৮	(৬.৪৩)	(৩.০০)
মিশ্রিত : (টাকায়)	(৬.২৬)	(০.১০)	০.৫৮	(৬.৪৩)	(৩.০০)

দ্রষ্টব্য :
১ উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **http://www.aanchalispat.com/financial.html#financials** -তে পাওয়া যাবে।
২ উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১২২ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (''আইএনডি এএস") অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ এর সাথে একত্রে পঠিত।

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ৩০.০৫.২০২৫

আঁচল ইস্পাত লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
মুকেশ গোয়েল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)

বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(CIN:- L27100WB2011PLC161235) ফোন নং : (০৩৩)-২২১৩২৩৭২/৭৩, ফ্যাক্স : (০৩৩)-২২১৩২৯০৩
ইমেল : cs.bkm@rediffmail.com, ওয়েবসাইট : www.bkmindustries.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষস মাপ্ত	
		৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	পূর্ববর্তী ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫ অনুযায়ী	৩১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯২.৫৩	——	৯২.৫৩	৬.১০	৯২.৫৩
২.	নিট লাভ সময়কালের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী #)	- ১০৭.৯১	- ৪৮.১৩	- ১২৭.৫৫	- ৫১৫.০২	-২২৬.৭১
৩.	নিট লাভ সময়কালের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	- ১০৭.৯১	- ৪৮.১৩	- ১২৭.৫৫	- ৫১৫.০২	-২২৬.৭১
৪.	নিট লাভ সময়কালের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	৬৬.২৩	- ৪৮.১৩	- ১০৫.৬২	- ৫৫৬.৭০	-২০৪.৭৭
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়]	৬৬.২৩	- ৪৮.১৩	- ১০৫.৬২	- ৫৫৬.৭০	-২০৪.৭৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫	১২.৩৫
৭.	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত)	——	——	——	——	——
৮.	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১/- টাকার) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য) **-					
	১. মৌলিক :	৮.৩৭	- ৩.৯০	- ৮.৫৫	- ৪২.০৫	- ১৬.৫৮
	২. মিশ্রিত :	৮.৩৭	- ৩.৯০	- ৮.৫৫	- ৪২.০৫	- ১৬.৫৮

 # কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা নেই।

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা (লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষস মাপ্ত	
		৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	পূর্ববর্তী ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫ অনুযায়ী	৩১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	কার্যাদি থেকে মোট রাজস্ব	-	-	৯২.৫৩	৬.১০	৯২.৫৩
২.	চলতি কার্যাদি থেকে কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	১০৭.৯১	-৪৮.১৩	-১২৭.৫৫	-৫১৫.০২	-২২৬.৭১
৩.	চলতি কার্যাদি থেকে কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি)	৬৬.২৩	-৪৮.১৩	-১০৫.৬১	-৫৫৬.৭০	-২০৪.৭৭

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফর্মাটের সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই-র ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bkmindustries.co.in) -এ।
২. সংস্থাটি বার্ষিক ভিত্তিতে কনসোলিডেটেড আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক পরিসংখ্যানগুলিতে ইউরোএশিয়ান ভেনচার এফজেডই কোম্পানির সহায়ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
৩. পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে এবং বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন বলে মনে করা হয়।
৪. বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত সময়ের জন্য কোম্পানিকে ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড) অসংশোধিত/সংশোধিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরবরাহ করেছেন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০.০৫.২০২৫

ASHIANA HOUSING LIMITED

Regd. Off. : 5F Everest, 46/C, Chowringhee Road, Kolkata - 700071
Head off. : 304, Southern Park, Saket District Centre, Saket, New Delhi - 110017, Telephone number : 011-4265 4265
Official E-mail : investorrelations@ashianahousing.com, Website : www.ashianahousing.com
CIN : L70109WB1986PLC040864

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2025

(₹ in Lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total Income From Operations	21,166	28,365	48,206	89,761	22,948	29,696	55,745	96,652
2	Net Profit/(Loss) For The Period (Before Tax, Exceptional And /Or Extraordinary Items)	2,667	2,452	3,352	10,406	2,629	2,478	3,119	10,777
3	Net Profit/(Loss) For The Period Before Tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items)	2,667	2,452	2,852	10,406	2,629	2,478	2,619	10,777
4	Net Profit/(Loss) For The Period After Tax (After Exceptional And /Or Extraordinary Items)	1,974	1,735	1,843	8,020	2,034	1,738	1,824	8,340
5	Total Comprehensive Income For The Period [Comprising Profit / (Loss) For The Period (After Tax) And Other Comprehensive Income (After Tax)]	2,043	1,746	1,875	8,081	2,085	1,745	1,886	8,424
6	Equity Share Capital	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserves)	60,088	60,727	60,088	60,727	60,023	60,651	60,023	60,651
8	Securities Premium Account	14,359	14,359	14,359	14,359	14,359	14,359	14,359	14,359
9	Networth	76,458	77,096	76,458	77,096	76,392	77,020	76,392	77,020
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	23,472	12,925	23,472	12,925	23,472	12,925	23,472	12,925
11	Debt Equity Ratio	0.34	0.19	0.34	0.19	0.34	0.19	0.34	0.19
12	Earnings Per Share (Of Rs. 2/- Each) (For Continuing & Discontinued Operations)- Basic And Diluted	2.02	1.73	1.85	7.99	2.06	1.72	1.86	8.33
13	Debenture Redemption Reserve/ Capital Redemption Reserve*	37	37	37	37	37	37	37	37
14	Debt Service Coverage Ratio	1.33	1.22	1.16	3.24	1.31	1.23	1.13	3.34
15	Interest Service Coverage Ratio	2.83	6.79	1.48	6.66	2.81	6.85	1.44	6.85
16	Security Cover available	4.01	6.29	4.01	6.29	4.21	6.63	4.21	6.63
17	Current Ratio	1.37	1.56	1.37	1.56	1.37	1.57	1.37	1.57
18	Long Term Debt to Working Capital Ratio	0.28	0.16	0.28	0.16	0.28	0.16	0.28	0.16
19	Bad Debts to Accounts Receivable Ratio	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Current Liability Ratio	0.90	0.91	0.90	0.91	0.88	0.88	0.88	0.88
21	Total Debts to Total Assets Ratio	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06
22	Debtors Turnover Ratio	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Inventory Turnover Ratio	0.16	0.44	0.16	0.44	0.19	0.47	0.19	0.47
24	Operating Margin (%)	19.47%	10.14%	18.18%	13.64%	17.79%	9.77%	15.30%	13.06%
25	Net Profit Margin (%)	9.33%	6.12%	3.82%	8.93%	8.86%	5.85%	3.27%	8.63%
26	Net Worth	76,458	77,096	76,458	77,096	76,392	77,020	76,392	77,020

Notes :
1) The Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and year ended as on 31st March, 2025 have been reviewed by the Audit Committee in its meeting held on 29th May 2025, and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2025.
2) The above results are an extract of the detailed format of the Financial Results for Quarter and year ended on 31st March, 2025 filed with stock exchanges pursuant to Regulation 33 & 52 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of both these results, standalone and consolidated, are available on the stock exchange website(s) NSE www.nseindia.com, BSE www.bseindia.com and on Company's website www.ashianahousing.com
3) All the line items referred in Regulation 52(4) and 54(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been reproduced here.
4) These results have been prepared in accordance with IND AS as per prescribed under Companies Act, 2013.

* The requirement for creating Debenture Redemption Reserve is not applicable on the company as per MCA notification number G.S.R. 574 (E) dated 16th August 2019. Further, maintenance of Capital Redemption Reserve is created due to Buy Back held in August 2023 in terims of the Companies Act, 2013. The Company has not issued any preference shares.

Place : New Delhi
Date : 30th May, 2025

For and on Behalf of the Board
Ashiana Housing Limited
Varun Gupta
(Wholetime Director)

টানা বৃষ্টিতে অসমের ছয় জেলায় বন্যা পরিস্থিতি

ত্রাণশিবিরে সরানো হল ১০ হাজার মানুষকে, ভূমিধসে মৃত ৫

গুয়াহাটি, ৩১ মে: প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত অসম। ইতিমধ্যেই ছয় জেলায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বেশ কয়েকটি জায়গায় আবার ধস নামায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর জানিয়েছে, কামরূপে ধসে চাপা পড়ে পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় টানা বৃষ্টির জেরে ছয় জেলায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে কামরূপ মেট্রোপলিটন, কামরূপ, কাছাড়, ধেমাজি, লখিমপুর এবং গোলাঘাট। এখনও পর্যন্ত ১০ হাজারেরও বেশি জলবন্দি মানুষকে ত্রাণশিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শনিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে চিরাং, বাক্সা, বরপেটা, বঙ্গাইগাঁও, বাজালি, তামুলপুর, দারাং এবং উদলগুড়িতে।

বৃহস্পতিবার রাত থেকে টানা বৃষ্টির জেরে অসমের বহু জেলা প্লাবিত হয়েছে। সঙ্গে চলছে ঝোড়ো হাওয়াও। রবিবার থেকে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির জেরে ব্যাহত হচ্ছে বিমান পরিষেবাও। গুয়াহাটিগামী অনেক বিমান আগরতলা এবং কলকাতার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অসম বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর জানিয়েছে, গুয়াহাটির পাহাড়ি এলাকার তিন জায়গায় ধস নেমেছে।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা শুক্রবারই জানিয়েছেন, রাজ্যের ১৮টি জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশ এবং মেঘালয়ে গত কয়েক দিন ধরে ভারী বৃষ্টির জেরে প্রভাব পড়েছে অসমেও। বিশেষ করে গুয়াহাটির পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। শহরের প্রায় অর্ধেক অংশই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে শনিবার কামরূপ মেট্রোপলিটন এবং কামরূপে সমস্ত সরকারি কর্মীর ছুটি বাতিল করা হয়। শনিবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও বন্ধ রাখা হয়।

টানা বর্ষণে বানভাসি কেরল

তিরুঅনন্তপুরম, ৩১ মে: গত কয়েক দিন ধরে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কেরল। তার জেরে বন্যার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে রাজ্যের উত্তরাংশের জেলাগুলিতে। বহু মানুষকে বাড়ি থেকে সরিয়ে ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। ভারতীয় মৌসম ভবন (আইএমডি) শনিবার জানিয়েছে, রবিবারও বৃষ্টি চলবে কেরলের সব জেলায়। উত্তরের জেলাগুলিতে ৩ জুন, আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ঝড়বৃষ্টির কারণে বন্দে ভারত-সহ চারটি ট্রেন দেরিতে চলছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এ দেশে সবার আগে প্রবেশ করে কেরলে। চলতি বছর, সময়ের আট দিন আগে কেরলে বর্ষা প্রবেশ করেছে। তার পর থেকেই চলছে লাগাতার বৃষ্টি। তার জেরে ফুলেফেঁপে উঠেছে নদী এবং শাখানদী। তার ফলে নিচু অংশ ডুবে গিয়েছে জলে। মধুবাহিনী নদী প্লাবিত হয়ে ভাসিয়েছে কাসারগোড় জেলার রাস্তাঘাট। জলের নীচে বহু বাড়িঘর। বাড়ির একতলা ছেড়ে বাসিন্দারা দোতলায় গিয়ে থাকছেন। একতলা বাড়ির বাসিন্দাদের অনেকে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

অপারেশন সিঁদুরে ৬০০ পাক ড্রোন গুঁড়িয়েছে ভারত

জানাল বিএসএফ

নয়াদিল্লি, ৩১ মে: ভারতের অপারেশন সিঁদুরের পরই পালটা একের পর আক্রমণ শুরু করে পাকিস্তান। কিন্তু সব হামলার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ৬০০-রও বেশি পাক ড্রোন। শনিবার গুজরাতের গান্ধিনগরে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানাল বিএসএফের ইন্সপেক্টর জেনারেল অভিষেক পাঠক।

তিনি বলেন, 'আপারেশন সিঁদুরের পর লাগাতার ড্রোন হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু ভারতের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম সেগুলিকে গুঁড়িয়ে দেয়। পাক ড্রোনগুলি আমাদের কোনও ক্ষতিই করতে পারেনি।' একইসঙ্গে পাঠক বলেন, '৬০০টি ড্রোনের মধ্যে প্রায় ২০০টি গুজরাতে প্রবেশ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।'

তিনি আরও বলেন, 'ভারত শান্তির পক্ষে। কিন্তু পাকিস্তান কার্যত যুদ্ধের মেজাজে ছিল। অপারেশন সিঁদুরের পর গুজরাত সীমান্তে তারা ক্ষেপণাস্ত্র এবং প্রচুর ট্যাঙ্ক মোতায়েন করেছিল।' এরপরই তিনি বিএসএফের মহিলা আধিকারিকদের প্রশংসা করে বলেন, 'নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর আমাদের ৮০০-রও বেশি মহিলা জওয়ান মোতায়েন ছিলেন। কঠিন সময়ে তাঁরা শত্রুর চোখে চোখ রেখে যেভাবে লড়াই করেছেন, তা প্রশংসনীয়।'

জাপানে ভূমিকম্প, কম্পনের মাত্রা ৬.১

টোকিও, ৩১ মে: শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জাপান। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৬.১। জাপানের আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল হোক্কাইডো দ্বীপের কুশিরো শহরে, ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার গভীরে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়নি বলে খবর।

সূত্রের খবর, শনিবার স্থানীয় সময় বিকেল প্রায় সাড়ে ৫টা নাগাদ জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে হোক্কাইডোর পূর্ব উপকূলের একাধিক অঞ্চল। তারপরই গোটা জাপানজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত সুনামির কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। কিন্তু ভূমিকম্পের পরই সমুদ্র উত্তাল হতে শুরু করেছে। সরকারি ভাবে কোনও পরিসংখ্যান না জানা গেলেও, ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই বাসিন্দাদের উপকূল থেকে দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, জাপান বিশ্বের সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। ১২৫ মিলিয়নের দেশে প্রতি বছর দেড় হাজার বার ভূমিকম্প হয়। তবে অধিকাংশই মৃদু ভূমিকম্প। চলতি বছরের শুরুতেও তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল জাপান। জারি করা হয় সুনামি সতর্কতাও। তবে সাম্প্রতিক অতীতে সবচেয়ে ভয়ংকর ভূমিকম্পটি হয়েছিল ২০১১ সালের মার্চ মাসে। সেই বার উত্তর-পূর্ব উপকূলে সমুদ্রের নীচে ভূমিকম্প হয়। সুনামির জেরে কমপক্ষে ১৯ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল সেসময়।

অরুণাচলে ধস নেমে খাদে পড়ল গাড়ি, মৃত সাত জন

ইটানগর, ৩১ মে: টানা ঝড়বৃষ্টিতে ধস নেমেছে অরুণাচল প্রদেশে। তার জেরেই শুক্রবার রাতে খাদে যাত্রীবোঝাই গাড়ি পড়ে মৃত্যু হয়েছে সাত জনের। নিহতদের মধ্যে রয়েছে চার শিশু এবং এক অন্তঃসত্ত্বা। অরুণাচল প্রদেশের বানা-সেপ্পা রোডে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। খাদে পড়ে যাওয়া গাড়িটির পিছনে আসছিল আরও একটি বড় গাড়ি। সেটি কোনও মতে খাদের কিনারায় এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে। তার ফলে ওই গাড়িতে সওয়ার যাত্রীরা প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িতে ছিল দু'টি পরিবার।

ভারত-পাক দু'দেশকেই হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

নিউ ইয়র্ক, ৩১ মে: ফের একবার ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর দাবি করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। একই সঙ্গে হুঁশিয়ারি দিলেন দু'দেশকে। আগামী সপ্তাহে পাক প্রতিনিধি দলের আমেরিকায় যাওয়ার কথা। দ্রুত ভারতের সঙ্গেও চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে তাঁর প্রশাসন। কিন্তু দু'দেশ যদি ফের সংঘাতে জড়ায়, তা হলে তিনি আর কোনও চুক্তিই করবেন না। ফলে প্রশ্ন উঠছে, দিল্লির আপত্তি সত্ত্বেও বাণিজ্য চুক্তি বাতিলের হুমকি দিয়ে কি কাশ্মীর ইস্যুতে হস্তক্ষেপ করবেন ট্রাম্প?

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে আমেরিকার মসনদে সরকারের 'অপব্যয়' কমাতে 'ডিপার্মেন্ট অফ গর্ভমেন্ট এফিসিয়েন্সি' নামে একটি নতুন দপ্তর খুলেছেন ট্রাম্প। যার মাথায় বসিয়ে ছিলেন টেসলা কর্তা এলন মাস্ককে। তবে তাঁর কাজের মেয়াদ ছিল ৩০ মে পর্যন্ত। একদিন আগেই 'বন্ধু' ট্রাম্পের প্রশাসন ছাড়েন তিনি। শুক্রবার ওভাল অফিসে মাস্ককে পাশে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন ট্রাম্প। সেখানেই তিনি বলেন, 'ভারত ও পাকিস্তানের নেতাদের পাশাপাশি আমাদের জনগণকেও ধন্যবাদ। আমরা বাণিজ্য নিয়ে কথা বলেছি। কিন্তু এটাও জানিয়ে দিয়েছি, যারা একে অপরকে গুলি করে তাদের সঙ্গে আমরা বাণিজ্য করি না। বিশেষ করে যাদের হাতে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষমতা আছে।'

ফের একবার ভারত-পাকিস্তান সংঘাত থামানোর দাবি করে এদিন ট্রাম্প বলেন, 'ভারত-পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতারা খুবই ভালো। তাঁরা বিষয়টি বুঝেছেন এবং সম্মত হয়েছেন। সংঘাত থামাতে রাজি হয়েছেন। আমরা অন্যদের মধ্যেও লড়াই থামিয়েছি। অন্যদের থেকে লড়াই করার ক্ষমতা আমাদের অনেক বেশি। বিশ্বের সেরা সেনাবাহিনী আমাদের হাতে আছে। কিন্তু আমরা সংঘাত চাই না।'

এরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বলতে শোনা যায়, 'আগামী সপ্তাহে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দল আমেরিকায় আসছে। ভারতের সঙ্গেও চুক্তি স্বাক্ষরের খুব কাছাকাছি আছি আমরা। কিন্তু দু' দেশ যদি ফের সংঘাতের পথে হাঁটে তা হলে আমরা কোনও চুক্তিই করব না। আমি মনে করি, ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি করতে পারলে সবচেয়ে বেশি গর্বিত হব। আমরা সম্ভাব্য পারমাণবিক যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি বাণিজ্যের মাধ্যমে, বুলেটের মাধ্যমে নয়। অনেকেই সাধারণত বুলেটকে বেছে নিলেও, আমরা বাণিজ্যকে বেছে নিয়েছি। তাই আমি এটা নিয়ে খুব গর্বিত। কেউ এটা নিয়ে কথা বলে না।'

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-05/2025 2026 Dated: 30-05-2025.** The last date for online submission of tender is **09-06-2025 (Monday) upto 15:00Hours.**
For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Sangita Roy
(Prodhan,Natungram G.P.

TENDER
E- Tender invited by the Prodhan, **Betai-I Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat Samity), P.O- Betai, Nadia. **NIET NO. 04/15th CFC (UNTIED) (21)/ 2025-26/BT-1/4e.** Last date of submission **07.06.2025 up to 4p.m.** For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd- Prodhan,
Betai -I Gram Panchayat.

E-TENDER
E- tenders are invited by the Prodhan, **Nandanpur Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Gopalpur, Nadia. **NIET NO- 03/5TH FC/2025-26,** last date of submission **06.06.2025 up to 4p.m.** visit www.wbtenders.gov.in, For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan,
Nandanpur Gram Panchayat.

E-TENDER
E- tenders are invited by the Prodhan, **Nandanpur Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Gopalpur, Nadia. **NIET NO- 01/15TH FC/ UNTIED/ 2025-26, 02/15TH FC/ TIED/2025-26,** last date of submission **14.06.2025 up to 11a.m.** visit www.wbtenders.gov.in, For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan,
Nandanpur Gram Panchayat.

E-TENDER
E- Tenders invited by the Prodhan, **Natna Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat Samity), Natna, Nadia. **NIET No-1E/2025-26(15th Tied), 2E/2025-26 (15th Untied), 3E/2025-26(5th Tied), dt. 30/05/2025,** Last date of submission **09.06.2025 up to 4p.m.** For details please contact to the Office or visit www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan,
Natna Gram Panchayat.

e-Tender Notice
N.I.e-T. No.: 09/2025-26 /15th F.C./5th S.F.C vide Memo No.: 300/Bh-I P.S., dated 30/05/2025 has been published. Details of N.I.e-T will be available at the website
http://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer,
Bharatpur-I P.S., Murshidabad

Merigunj-II Gram Panchayat
Purba Tentulbeira, Kailashnagar, kultali, 24 PGS (S)
e-Tender Notice
e-Tender is invited through e-Procurement System from the bonafied and resourceful contractors for execution of different development works under **SBM(G) Fund** vide **NIT No-06/MERI-II/KUL/2025, Date- 31/05/2025.** Bid Submission Closing Date (Online): **07.06.2025 up to 05:00 PM.** Technical Proposal Opening Date: **10.06.2025 at 11:00 AM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Merigunj-II Gram Panchayat

সূর্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভলপমেন্টস লিমিটেড
CIN : L65921WB1980PLC033204
রেজি অফিস : ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা পব ৭০০০০১ ভারত
ইমেল : slj2200@gmail.com
৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত
(লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	৯২.৪৩	৯৪.৯৮	-
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) তিন মাস/বর্ষের (কর, ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৯১.৪০	৮৯.৫০	(০.৭৬)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) তিন মাস/বর্ষের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৯১.৪০	৮৯.৫০	(০.৭৬)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৬৮.৮৩	৬৬.৯৩	(০.৮১)
৫	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী) সমন্বিত]	৬৮.৮৩	৬৬.৯৩	(০.৮১)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	সংরক্ষণ (পূনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী	-	-	-
৮	শেয়ার পিছু আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (কারবার চালু এবং বন্ধের সময়ের)- মূল	৩৪.৪২	৩৩.৪৭	(০.৪১)
	মিশ্র	৩৪.৪২	৩৩.৪৭	(০.৪১)

দ্রষ্টব্য :
ক) উক্ত তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। তিন মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট http://suryaindustrialdevelopments.in.net থেকে পাওয়া যাবে।
খ) ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফল ইন্দ এএস অনুযায়ী অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক ৩০ মে ২০২৫ তারিখের সভায় অনুমোদিত।
গ) ৩১ মার্চ, ২০২৫ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের পরিসংখ্যান ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং প্রকাশিত বছর থেকে সংশ্লিষ্ট বছরের সমাপ্ত নয় মাসের পরিসংখ্যানের সঙ্গে সমন্বিত এবং সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা সাপেক্ষ।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
সত্য নারায়ণ সুরেকা
(ডিন - ০০৫৬৭১৩৯)
ডিরেক্টর
তারিখ : ৩০ মে ২০২৫
স্থান : কলকাতা

অ্যাপেক্স ট্রেডার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স লিমিটেড
CIN No. U51909WB1980PLC033173
রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন নং: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০; ফ্যাক্স: ০৩৩ ৪০১৯ ০৮২৩
ই-মেল: corp@titagarh.in, ওয়েবসাইট: www.apextraders.in
৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.৪১	০.৪৩	০.৪৭	১.৭৩	১.৯১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	-১.১৭	-০.৮৭	-১.১৯	-৪.১১	-৩.৮৬
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	৫৮.৪৫	-০.৮৭	-০.৬০	৫৫.৫১	-৩.২৭
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	৫৮.৪৫	-০.৮৭	-০.৬০	৫৫.৫১	-৩.২৭
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	৫৮.৪৫	-০.৮৭	-০.৬০	৫৫.৫১	-৩.২৭
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ফেসভ্যালু) ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব মৌলিক ও মিশ্রিত	-০.৫৯	-০.৪৪	-০.৬০	-২.০৬	-১.৯৩
	ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পরবর্তী মৌলিক ও মিশ্রিত	২৯.২৩	-০.৪৪	-০.৩০	২৭.৭৬	-১.৬৪

দ্রষ্টব্য:
(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **(www.cse-india.com)** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।
(খ) ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বর্ষের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ৩০ মে, ২০২৫ তারিখের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
মাতলুবুল জামিল জিলায় মওলা
ডিরেক্টর
DIN: 01004409
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ মে, ২০২৫

কন্টিনেন্টাল ভালভ্‌স লিমিটেড
CIN : L29221WB1982PLC057718
রেজিস্টার্ড অফিস: সুকেত, ২০ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ
টেলি এবং ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪০৬৪৭১৭৭, ই-মেল আইডি: finance@cvl.co.in, info@cvl.co.in
৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কারবার থেকে মোট আয়	৮৪৭.০৪	৪২৪.৭৪	৫৭১.৩৫	২০০৮.৯৮	১২৪৭.৭৯
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পূর্ববর্তী)	১০.৪৮	৩.৪৯	১০.৪৩	৩২.৯৩	১৭.৯৯
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী	৩.৯৪	২.১০	৭.৭৯	১৯.৬১	১৩.৩৮
৪.	করের সময়কালের জন্য মোট অন্যান্য বিস্তৃত আয়	(৮.৮৫)	০.১২	০.১১	(৯.৪৩)	০.৪৫
৫.	সময়কালের জন্য মোট বিস্তৃত আয়	(৪.৯১)	২.২২	৭.৯	১০.১৮	১৩.৮৩
৬.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২	৮২.২২
৭.	মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	০.৪৮	০.২৬	০.৯৫	২.৪১	১.৬৪

দ্রষ্টব্য :
১ উপরের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত ও পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত, ৩০ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়। সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ -এর অধীনে প্রয়োজনীয় হিসাবে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।
২ এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর জন্য ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুল ২০১৫ (ইন্ড এএস) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতি প্রযোজ্য পরিমাণে।
৩ কোম্পানী শুধুমাত্র একটি বিভাগে কাজ করে অর্থাৎ কন্ট্রোল ভ্যালস এবং স্পেয়ার। তাই কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে ইন্ড এএস - ১০৮ অনুযায়ী সেগমেন্ট ভিত্তিক প্রতিবেদনের প্রয়োজন নেই।
৪ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
৫ পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান ৩১ মার্চ, ২০২৫ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং সময়ের জন্য শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/ পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশানুসারে
অভ্যুদয় বাজোরিয়া
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ মে, ২০২৫

আসাম এনট্রেড লিমিটেড
CIN: L20219WB1985PLC096557
রেজিঃ অফিস: ১৬ তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০৭৩ ইমেল আইডি: assamentrade1985@gmail.com ওয়েবসাইট: www.assamentrade.com
৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ
[এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৪৭(১)(বি) অনুসারে] (লক্ষ টাকায়)

নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বর্ষের জন্য ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বর্ষের জন্য ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৯৬.৯৭	২৩৪.৫২	২১৫.৪৯	১২৮১.২০	৭৪৩.৬৯	১৯৭.২৯	২৩৪.৭১	২১৫.৯০	১২৮২.১০	৭৪৪.৪৮
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে)	১৯৭.৫৪	-৬৫.৫২	৬৯.৬১	৪০৭.০১	২৪০.০৭	১৯৬.৯৯	-৬৫.৩২	৬৯.৪০	৪০৬.৯৩	২৪০.০৭
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	১৯৭.৫৪	-৬৫.৫২	৬৯.৬১	৪০৭.০১	২৪০.০৭	১৯৬.৯৯	-৬৫.৩২	৬৯.৪০	৪০৬.৯৩	২৪০.০৭
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	১৬৮.১৪	-৬৫.৬০	৫২.২১	৩০২.৪৯	১৩৩.৯৪	১৬৯.৪৭	-৬৫.৪০	৫১.৯৬	৩০২.৪০	১৩৩.৯০
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]	১৬৮.১৪	-৬৫.৬০	৫২.২১	৩০২.৪৯	১৩৩.৯৪	১৬৯.৪৭	-৬৫.৪০	৫১.৯৬	৩০২.৪০	১৩৩.৯০
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮	১৪৩.৯৮
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)*	০.০০	০.০০	০.০০	৬০৭২.৩২	৫৭৬৯.৮২	০.০০	০.০০	০.০০	৬৩৮১.০১	৬০৭৮.৫৭
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মূল ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	১১.৬৮	-৪.৫৬	৩.৬৩	২১.০১	৯.৩০	১১.৭৯	-৪.৫৫	৩.৫৬	২১.০১	৯.৩০
	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) প্রতিটি ১০/- টাকার মিশ্রিত ইপিএস (টা. প্রতি শেয়ার) (বর্ষ শেষে বার্ষিকীকৃত নয়)	১১.৬৮	-৪.৫৬	৩.৬৩	২১.০১	৯.৩০	১১.৭৯	-৪.৫৫	৩.৫৬	২১.০১	৯.৩০

* সংরক্ষণের মধ্যে উভয় বছরে ৬২২.৭০৫ লক্ষ টাকার সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
দ্রষ্টব্য:
১ উপরোক্তটি হল এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.assamentrade.com) -তে।

আসাম এনট্রেড লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
নিশান্ত গুপ্তা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00326317
স্থান : কানপুর
তারিখ : ৩০.০৫.২০২৫

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং **(CIN) - L65993WB1989PLC047002**
রেজিস্টার্ড অফিস: আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বের ক্যামাক স্ট্রিট) কলকাতা-৭০০০১৭
দূরভাষ : ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩১ • ই-মেল **investors@sastasundar.com** • ওয়েবসাইট **www.sastasundarventures.com**
৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ
(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	১০.৩১	১০.৭২	-	৪০.৪০	০.২৫	২৮,৫৮৪.০৫	২৮,১২৯.০৫	৩০,৬৬৭.০৩	১,১১,০৯৫.৪৬	১,৩৭,৫৭০.৯৩
কর এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা এবং সহযোগীর লাভ/(ক্ষতি) ভাগ পূর্ব সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	(৬.৮৩)	(১০.৪৯)	(৭.২৪)	(৭১.৩৭)	(৮৯.২৯)	(৪৯১.৪৬)	(৩,৭০০.৮৭)	৫০১.১১	(২২৩.১৯)	৫,৫৬৭.৮৮
কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) এবং সহযোগীর লাভ/(ক্ষতি) ভাগ	(৬.৮৩)	(১০.৪৯)	(৭.২৪)	(৭১.৩৭)	(৮৯.২৯)	(৪৬৩.৪৬)	(৩,৯২৪.১৯)	৫০১.১১	(১৯,২৮৬.১০)	৫,৫৬৭.৮৮
কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) এবং সহযোগীর লাভ/(ক্ষতি) ভাগ	(৬.৮৩)	(১০.৪৯)	(৭.২৪)	(৭১.৩৭)	(৮৯.২৯)	১,৭৫৭.২১	(৩,৭৭৯.১৮)	২,১৫৭.১৭	(১৩,৩৫৪.৩০)	৫৮৫.২৬
মোট আনুপুঙ্খিক আয় /(ক্ষতি) সময়কালের জন্য	(১০.০০)	(৯.৯৭)	(৩.০৭)	(৭২.৯৮)	(৮৮.৪৫)	১,৬৮৫.১৭	(৩,৭৭০.২৯)	২,১৭৪.৫২	(১৩,৩৯৯.১০)	৫৯৬.৯৮
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু প্রতি শেয়ার ১০/- টাকা)	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫
অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	২৩,৯৯৯.৪৮	২৪,০৭২.৪৬	-	-	-	৬৩,৮০৬.০৫	৭৩,০৫৬.৪০
শেয়ার পিছু আয় (মৌলিক)	(০.০২)*	(০.০৩)*	(০.০২)*	(০.২২)	(০.২৮)	৪.৩০*	(৮.৪৭)*	৫.১৭*	(২৮.৬৬)	২.৭৯
শেয়ার পিছু আয় (মিশ্রিত)	(০.০২)*	(০.০৩)*	(০.০২)*	(০.২২)	(০.২৮)	৪.৩০*	(৮.৪৭)*	৫.১৭*	(২৮.৬৬)	২.৭৯

*বার্ষিকীকৃত নয়
দ্রষ্টব্য -
১. উপরেরটি স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ছকের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ছক, স্টক এক্সচেঞ্জ (সমূহর) ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www. nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট- https://www.sastasundarventures.com/Pdf/Audited_Financial_Results_Standalone_and_Consolidated_31032025.pdf -এও পাওয়া যাবে এবং নীচে দেওয়া নিম্নলিখিত কুইক রেসপন্স (কিউআর) কোডটি স্ক্যান করেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
২. আইএনডিএএস আইন অনুযায়ী ব্যতিক্রমী সমূহ লাভ ও ক্ষতির খাতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড
বানওয়ারি লাল মিত্তাল
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00365809
তারিখ: ৩০ মে, ২০২৫
স্থান: কলকাতা

করুণের দ্বিশতরান, সেঞ্চুরি হাতছাড়া জুরেলের, রানের পাহাড়ে ভারতীয় ‘এ’ দল

নিজস্ব প্রতিবেদন : ইংল্যান্ডের মাটিতে দ্বিতীয় তথা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের চতুর্থ দ্বিশতরান হাঁকিয়ে ভারতের টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তন কার্যত পাকা করে ফেললেন করুণ নায়ার। ক্যান্টারবারিতে ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে ৪ দিনের আনঅফিসিয়াল টেস্টের প্রথম দিন নায়ার অপরাজিত ছিলেন ১৮৬ রানে। শনিবার তিনি দ্বিশতরান করতেই ছুঁলেন ঈর্ষণীয় কীর্তি।

ভারতের পঞ্চম ক্রিকেটার হিসেবে ইংল্যান্ডে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে একাধিক দ্বিশতরানের নজির গড়লেন নায়ার। এর আগে, পলি উমরিগড়ের ৬টি, চেতেশ্বর পূজারার ৪টি এবং বিজয় মার্চেন্ট ও মহম্মদ আজহারউদ্দিনের ইংল্যান্ডে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২টি করে দ্বিশতরান ছিল। ইফতিখার আলি খান পতৌদি ১৯৩৪ সালের মধ্যে পাঁচটি দ্বিশতরান পেলেও তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেটার।

গত বছর নর্দাম্পটনের হয়ে গ্ল্যামারগনের বিরুদ্ধে করুণ ২০২ রান করেছিলেন। শনিবার করুণ দ্বিশতরান পেলেন ২৭২ বল খেলে। তিন নম্বর জার্সি পরে তিনে নেমে করুণ থামলেন ২০৪ রানে। ৪৩৫ মিনিট ক্রিজে কাটিয়ে মেরেছেন ২৬টি চার ও একটি ছয়। তবে মনে করা হচ্ছে, তিনে নয়, টেস্ট দলের একাদশে ফিরলে তাঁকে খেলানো হবে মিডল অর্ডারেই।

ভারতীয় ‘এ’ দল ১২৫.১ ওভার খেলে তুলল ৫৫৭ রান। সরফরাজ খানের (৯২) পর শতরান হাতছাড়া করলেন ধ্রুব জুরেল। ১১টি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে তিনি করলেন ১২০ বলে ৯৪। নীতীশ কুমার রেড্ডি ২২ বলে ৭, শার্দুল ঠাকুর ৩২ বলে ২৭, হর্ষ দুবে ৪৭ বলে ৩২, অংশুল কম্বোজ ৩৭ বলে ২৩, হর্ষিত রানা ২০ বলে ১৬ রান করেন। জশ হাল ও জামান আখতার তিনটি করে উইকেট নেন।

এক ধাপ দূরে কাপ

আইপিএল ফাইনাল খেলতে আমেদাবাদে পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি। সঙ্গে দেখা গেল কোহলির স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাকে।

রোনাল্ডোর আল নাসেরের বিরুদ্ধে খেলতে পারে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট

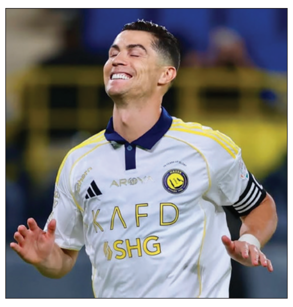

নিজস্ব প্রতিবেদন : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ক্লাব আল নাসেরের বিরুদ্ধে খেলতে পারে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সৌদি প্রো লিগে তৃতীয় স্থান দখলের ফলে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে আল নাসের। আইএসএল লিগ শিল্ড জেতার ফলে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট আল নাসেরের মতোই এএফসির এই টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে সরাসরি পৌঁছে গিয়েছে। সৌদি প্রো লিগ থেকে তিনটি দল যাচ্ছে এএফসির প্রতিযোগিতায়, যার মধ্যে প্রথম দুটি স্থানে থাকা দল খেলবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটে। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতায় আল আহলি এমনিতেই খেলার যোগ্যতা নিশ্চিত করে রেখেছে।

১৫ অগাস্ট গ্রুপ পর্বের সূচি নির্ধারিত হবে।

রোনাল্ডো যদি আল নাসেরে থাকেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ আসতেই পারে সবুজ মেরুন ফুটবলারদের কাছে।

অনূর্ধ্ব ১৩ যুব লিগে চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গল ফুটবল আকাদেমি

নিজস্ব প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৩ রাজ্য যুব লিগ খেতাব জিতল বেঙ্গল ফুটবল আকাদেমি। শনিবার ফাইনালে ভবানীপুর এফসিকে ৪-০ গোলে হারাল তারা। রোহিত গাজী, রোহিত টুডু, অঙ্কুশ পাল ও সম্রাট দাস গোল করে দলকে চ্যাম্পিয়ন করাতে অবদান রাখল। রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস সমস্ত ফুটবলার, কোচ ও কর্মকর্তাদের এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন।

নতুন ভূমিকায় রহিম নবি

নিজস্ব প্রতিবেদন : খিদিরপুরের সেন্ট থমাস স্কুলে বিশপ ক্যানিং স্পোর্টস আকাদেমির ফুটবল বিভাগে টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের দায়িত্ব নিলেন সৈয়দ রহিম নবি। গত ৫ সেপ্টেম্বর আকাদেমির পথ চলা শুরু হয়, কোচ ছিলেন ডগলাস। অনূর্ধ্ব ১০, অনূর্ধ্ব ১৩, অনূর্ধ্ব ১৫ এবং অনূর্ধ্ব ১৮ বিভাগের দল মিলিয়ে আকাদেমির শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২০। রহিম নবি বলেছেন,” পারিবারিক কারণে এতদিন আমি সক্রিয় কোচিংয়ে আসতে পারছিলাম না। বিশপ ক্যানিং স্পোর্টস আকাদেমি আমাকে এই সুযোগ করে দিয়েছে। ধাপে ধাপে এবার কোচিং ডিগ্রি করব। ফুটবলই আমার জীবন।”

বৃষ্টিতে কোয়ালিফায়ার ভেস্তে গেলে পঞ্জাব কিংস যাবে ফাইনালে

পঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন : আইপিএলের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে আজ আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে পঞ্জাব কিংস খেলবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে। পঞ্জাব প্রথম কোয়ালিফায়ারে পরাস্ত হয়েছিল আরসিবির কাছে। শুক্রবার এলিমিনেটরে গুজরাত টাইটান্সকে হারিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আমেদাবাদে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। ম্যাচ শেষ করার জন্য অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ করা আছে। তবু যদি বৃষ্টিতে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার ধুয়ে যায় তাহলে কপাল খুলে যাবে পঞ্জাব কিংসের। এ ক্ষেত্রে দেখা হবে লিগ পর্বের দলগত অবস্থান। শ্রেয়স আইয়াররা প্লে-অফে উঠেছেন লিগের শেষে এক নম্বর দল হয়ে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছিল চারে।

শনিবার ছিল ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক পঙ্কজ রায়ের জন্মদিন। ইডেনে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য পদাধিকারীরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ছিলেন পঙ্কজ রায়ের পুত্র তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রণব রায়, প্রাক্তন সিএবি কর্তা বিশ্বরূপ দে প্রমুখ।

অনুব্রত-বিতর্ক ও চাকরিহারাদের নিয়ে মুখ খুললেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিবেদন : অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে এক মঞ্চে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখা গিয়েছিল বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনুষ্ঠানে। পুলিশ আধিকারিককে অনুব্রত অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণ করার পর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিশানা করা হচ্ছে অনুব্রতর সঙ্গে স্টেজ শেয়ারের জন্য। এ প্রসঙ্গে শনিবার মুখ খুললেন মহারাজ। তিনি বলেন, যে স্টেজ শেয়ার করে তার কি কোনও দরকার পড়ে? পড়ে না তো। আমি সবরকম মানুষের সঙ্গে স্টেজ শেয়ার করি। অন্য লোকেরা তাঁদের রাজনৈতিক বিষয়ে আমাকে জড়িয়ে ফেলেন। আমি রাজনীতির লোক নই। আমি যে কারও সঙ্গে মঞ্চ শেয়ার করতে পারি এবং করব। আমার কিছু দেওয়ার বা পাওয়ার নেই। আমি কত লোকের সঙ্গে মিশি। আমি গুরুত্ব দিই না কে আমাকে টার্গেট করল! কীসের টার্গেট? চাকরিহারাদের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের প্রসঙ্গে সৌরভ বলেন, আমি চাইব তাঁদের চাকরি হোক, চাকরির বন্দোবস্ত হোক।

মুম্বই সিটি এফসি ছেড়ে ইস্টবেঙ্গলের পথে বিপিন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন : মুম্বই সিটি এফসি ছাড়ছেন বিপিন সিং। তিনি ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিতে চলেছেন। মুম্বই সিটি এফসির হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড বিপিনের দখলে। এই ক্লাবের হয়ে ১৫৮টি ম্যাচে ২৮টি গোল রয়েছে উইঙ্গার বিপিনের। শিলং লাজং, এটিকেতে খেলা বিপিন ২০১৮ সালে মুম্বই সিটি এফসির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। ২০২০-২১ মরশুমে মুম্বই সিটি এফসিকে আইএসএল কাপ ও লিগ শিল্ড জেতাতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এটিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ফাইনালে গোলও করেছিলেন। ২০২২-২৩ মরশুমে লিগ শিল্ড জেতার সাক্ষী ছিলেন বিপিন। কেরিয়ারে দ্বিতীয়বার আইএসএল কাপ জেতার স্বাদ পান ২০২৩-২৪ মরশুমে। ফাইনালে দলের দ্বিতীয় গোলটি এসেছিল তাঁর পা থেকে। বিপিনকে সম্মান জানাতে মুম্বই সিটি এফসি ঠিক করেছে যে, বিপিনের ব্যবহার করা জার্সি নম্বর ২৯ এই ক্লাবের অন্য কোনও ফুটবলার আর ব্যবহার করবেন না।

আইপিএল ফাইনালে আরসিবির প্রতিপক্ষ ঠিক হবে আজ

ফর্মে থাকা মুম্বইয়ের সামনে খোঁচা খাওয়া পঞ্জাব

নিজস্ব প্রতিবেদন : আইপিএলের ফাইনালে মঙ্গলবার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে কারা খেলবে তার উত্তর মিলবে আজ আমেদাবাদে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে। পঞ্জাব কিংস আজ অবধি আইপিএল খেতাব জেতেনি। ফলে তারা যদি আজ জেতে তাহলে আইপিএল এবার পাবে নতুন চ্যাম্পিয়ন। আবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ফাইনালে উঠলে ষষ্ঠবার খেতাব জিতে চেন্নাই সুপার কিংসকে পিছনে ফেলে এককভাবে আইপিএলের সফলতম দলের তকমা ফের দখলে নেওয়ার সুযোগ পাবে। পঞ্জাব কিংস পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থেকে প্লে-অফে উঠলেও ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে প্রথম কোয়ালিফায়ারে পরাস্ত হয়েছে। ফলে শক্তিশালী মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সামনে এবার অগ্নিপরীক্ষা পঞ্জাব কিংসের। হেড কোচ রিকি পন্টিং ও অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের জুটিতে দিল্লি ক্যাপিটালস ফাইনালে উঠেছিল ২০২০ সালে। এবার সেই জুটিই পঞ্জাব কিংসকে ফাইনালে তুলতে পারে কিনা সেদিকে তাকিয়ে সকলে। শ্রেয়স চাইবেন পরপর দুই বছরে দুই দলের অধিনায়ক হিসেবে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হতে, সেই লক্ষ্য তাড়া করতে আজ জিততেই হবে। হার্দিক পাণ্ডিয়া গুজরাত টাইটান্সকে চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ করেছিলেন ২০২২ ও ২০২৩ সালে। এবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হিসেবে দলকে চ্যাম্পিয়ন করানো পাখির চোখ তাঁর। সবমিলিয়ে আজ হাড্ডাহাড্ডি দ্বৈরথের সম্ভাবনা। আইপিএলে পারস্পরিক ৩৩টি দ্বৈরথে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স জিতেছে ১৭টিতে। পঞ্জাব কিংসের জয় ১৬টিতে। চলতি আইপিএলে একমাত্র দ্বৈরথে গত ২৬ মে জয়পুরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ১৮৫ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৯ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে জিতেছিল পঞ্জাব কিংস। দুই দলের শেষ পাঁচটি সাক্ষাতের নিরিখেও পঞ্জাব এগিয়ে ৩-২ ব্যবধানে।

হার্দিকের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে জল্পনায় জল ঢাললেন গিল

নিজস্ব প্রতিবেদন : গুজরাত টাইটান্সের অধিনায়কত্ব ছেড়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে এসেছিলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। যা ভালোভাবে নেননি টাইটান্স ভক্তরা। হার্দিকের স্থলাভিষিক্ত হন শুভমান গিল। শুক্রবার হার্দিকের মুম্বইয়ের কাছে হেরে আইপিএল থেকে বিদায় নিয়েছে গিলের গুজরাত। এই ম্যাচের দুটি মুহূর্ত দেখে হার্দিক ও গিলের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে চর্চা শুরু হয়। টসের সময় দুই অধিনায়ক করমর্দন সারেননি। এরপর গিল আউট হতেই হার্দিক যে উচ্ছ্বাস দেখিয়ে সেলিব্রেশনে মাতেন তাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় জোরদার চর্চা শুরু হয়ে যায়। তবে শনিবার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ছবি পোস্ট করে যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে দিলেন শুভমান। তিনি হার্দিককে লেখেন, দুজনের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্ক অটুট। ইন্টারনেটে যা সব বলা হচ্ছে তা বিশ্বাস করার দরকার নেই।

শুভমান গিলের ইনস্টাগ্রাম স্টোরি

উয়েফা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে জয় শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের আসরে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ। বৈঠক করলেন উয়েফা প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার সেফেরিনের সঙ্গে। ফাইনালের আগে পিএসজি ও ইন্টার মিলানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে জয় সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, মিউনিখে ক্রিকেটের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে সম্মানিত। আইসিসি গোটা বিশ্বে ক্রিকেটের ব্যাপ্তি বাড়ানোর কাজ করছে। এই আবহে অন্যান্য ক্রীড়াক্ষেত্রের শীর্ষ পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক সব সময়ই মূল্যবান।

হার্ভার্ড হাউস স্কুলে পালিত হলো জগমোহন ডালমিয়ার ৮৫তম জন্মদিন। উপস্থিত ছিলেন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া। ছিলেন সিএবির অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য সন্দীপ কুমার দে, স্টেডিয়াম কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান শান্তনু কুমার দে, স্কুলের কর্ণধার ড. মঈন বিন মাকসুদ, তাঁর স্ত্রী রাবিয়া জাহাঙ্গীর। খুদে ক্রিকেটাররা কেক কেটে কিংবদন্তি ক্রিকেট প্রশাসকের জন্মদিন উদযাপন করে। মঈন জানান, তাঁরা জগমোহন ডালমিয়ার নামাঙ্কিত স্কুল টুর্নামেন্ট চালু করবেন। যার সেরা প্লেয়ার সিএবির দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাবে খেলার সুযোগ পাবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd**. Printed at **LS. Publications**, **4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room No. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700002** **RNI No. WBBEN/2006/17404**, Phone : 033- 4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor : Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা- ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404 ফোন : ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল : dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক : সন্তোষ কুমার সিং**